সখের জলপান।

হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্য

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্, এ,

বিরচিত।

কলিকাতা।

৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।

২৯, বিডন ষ্ট্রীট, এলম্ প্রেসে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র

সন ১৩১৮

এল. ম. প্রেস
২৩ বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ,

আপনারা মোণ্ডা, মিঠাই, মেওয়া প্রভৃতি ত অনেক খাইয়াছেন, মুখ বদ্‌লাইবার জন্য একবার **"সখের জলপান"** আস্বাদ করিয়া দেখিবেন কি ?

আপনাদের অনুগত,
"সখের জলপান ওয়ালা।"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মামুদ আলি	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান।
রহিম	...	ঐ পুত্র।
কাসেম	...	রহিমের বন্ধু।
আসগার আলি	...	মামুদের বন্ধু।
ইয়াকুব খাঁ	..	মামুদের কন্যার হস্তপ্রার্থী
মহম্মদ ইসুফ	..	ঐ বন্ধু।
সমরু	...	রহিমের ভৃত্য।

ভৃত্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

রোশেনা	...	মামুদের কন্যা।
মেহের উন্নিসা	...	আসগার আলির কন্যা।
কুল্‌শম্	...	রোশেনার বাঁদী।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

সখের জলপান।

হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মামুদ আলির বাটির সম্মুখস্থ রাস্তা।

লণ্ঠন হস্তে সমরু।

সমরু। রাত প্রায় দু'টো, নাহোক্ চোরের মত ঘুরে মরচি, ভ্যালা যা'হোক্। যত রকম চাকরি আছে, প্রেম পাগ্‌লা মনিবের চাকরি সবচেয়ে শক্ত। আমি যে প্রেমের উপর চটা তা নয়, শত্রু মুখে ছাই দিয়ে আমার তিনটে নিকে করা বিবি আছে, আরও পাঁচ সাত জনের সঙ্গে যে মধ্যে মধ্যে রঙ্গটা আস্‌টা করিনে তাও নয়! কিন্তু আমার মনিবের প্রেম এক বিট্‌কেল রকমের, খাওয়া দাওয়া ঘুম টুম সব বন্ধ! আমি ত দেখি প্রেমের চোটে

আমার ডবল খিদে হয়! তার পর খেয়ে দেয়ে যদি একটু ভাল করে না ঘুমুলেম ত হজমই বা হয় কি করে, আর স্বপ্নে বিবিকেই বা দেখি কি করে? তোফা নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে তবে ত বিবি সেই শব্দ পেয়ে স্বপ্নে দেখা দিতে আস্‌বে! তা নয় কেবল টো টো করে বেড়াও। এতে কি আর জান ট্যাঁকে? দূর হ'ক ভাবলে আর কি হবে, এখনি আমাকে মনিবের দরকার পড়্‌বে। ওকি, এত রাত্রে গান গায় কে? (দেখিয়া) ওঃ আমার মনিবের ইয়ার কাসেম আস্‌ছে। আমার মনিবটি যেমনি, ইয়ারটিও ঠিক্ তেমনি জুটেছে। কাসেম সাহেব আমার মনিবের বোন্ রোশেনা বিবির প্রেমের জন্য রাতে ঢুকোর সময় বেরিয়েছেন। রোশেনা বিবি ত জাগবেই, বুড়ো মামুদ আলি না জাগে। এই বেলা এখান থেকে চম্পট দেওয়া যাক্, কি জানি বুড়ো যদি ছেলের সন্ধান করে তা'হলেই বিপদ! সত্যি কথা বল্লে মনিবের হাতে মর্‌বো, মিথ্যে বল্লে মনিবের বাপের হাতে মর্‌বো। কেন জানটা কি এত সস্তা নাকি? সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কায। (প্রস্থান।)

(গাহিতে গাহিতে কাসেমের প্রবেশ।)

গীত।

মনোব্যথা সে কি জানে।
সে যে ঘুমে অচেতন, মম আগমন
মরম ক্রন্দন-পশিবে কি তা'র কাণে।

(উপরে জানালা হইতে রোশেনা)

(বঁধু) এলে কি হে এতক্ষণে।
তোমারে ভাবিয়ে, পড়িনু ঘুমায়ে
হেরিলাম পুনঃ স্বপনে।
হৃদয়ে রাখিতে গিয়া, ঘুম গেল ভাঙ্গিয়া
পশিল তব স্বর শ্রবণে।

কাসেম। আহা ঢালিলে অমৃত পরাণে !

(ভিতর হইতে মামুদ আলি)। সমরু, দেখ্‌তো কে এত রাত্রে আমার বাড়ির সামনে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। হতভাগাগুলো মদ খেয়ে খালি চ্যাঁচাতে থাক্‌বে, ওদের জ্বালায় একটু ঘুমোবার যো নেই।

(ইঙ্গিত করিতে করিতে কাসেম ও রোশেনার প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

সমরু ও রহিম।

সমরু। বল্‌ছিলুম কি, সপ্তাহে এক আধ ঘণ্টা ঘুমুলে আপনার শরীরটা থাক্‌তো ভাল।

রহিম। চুপ্ আহাম্মক, ঘুমের নাম আমার কাছে করিস্ নি।

সমরু। জী, না সে রকম ছোট লোকদের ঘুমের মত বেহুঁস ঘুমের কথা বলছি নি, এই দু'দশ মিনিট বসে ঝিমোনো বা হাই তোলার কথাই বল্‌ছিলুম। তাতে—

রহিম। আহাম্মক, বল্‌ছি চুপ্‌। আহা মেহের তুমিই আমার ঘুমের ব্যাঘাত।

সমরু। (স্বগত) শুধু তোমার কেন আমারও।

রহিম। তুমি কি নিষ্ঠুর, বোধ হয় তুমি আমায় মোটে ভালবাস না।

সমরু। (স্বগত। আমারও ঠিক্ তাই বোধ হয়।

রহিম। মেহের, আজ পর্য্যন্ত তোমার মনের ভাব বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না।

সমরু। (স্বগত) আমিও না।

রহিম। তোমার ছলনায় আমি এতদিন ভুলে আছি এই আমার মূর্খতা!

সমরু। (স্বগত) তাতে আর সন্দেহ কি?

রহিম। কিন্তু মেহেরের হাসি, আহা সেই মধুর হাসিই আমায় পাগল করে তুলেছে।

সমরু। (স্বগত) শুধু পাগল, ছাগলও, তা করে করুক। তোমার হিড়িকে আমার যে জান যায়। সেই শয়তানি হাসিই আমাদের মাথা খেলে; হায় হায়! (প্রকাশ্যে) কাসেম সাহেব এই দিকে আস্‌ছেন।

রহিম। আচ্ছা তুমি বাড়ি যাও আমিও এখনি যাচ্চি।

সমরু। (স্বগত) হায় হায় সেই শয়তানি হাসিই সব মাটি কল্লে।

কাসেমের প্রবেশ।

রহিম। কাসেম, সমরু বল্‌ছিল তুমি নাকি এতক্ষণ আমাদের বাড়ির সাম্‌নে গান গাইছিলে? বাবা ওঠেন নি ত?

কাসেম। তিনি উঠ্‌তেই ত পালিয়ে এলুম। তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

রহিম। আর ভাই সে কথায় কায কি! মেহেরের সৎমা, এক খোঁড়ার সঙ্গে মেহেরের সম্বন্ধ ঠিক্ করেছে। অমন পরীকে কি অমন ক'রে জলে ফেলে দিতে দেখা যায়? তাই আমি বন্দোবস্ত করলুম যে সে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে আস্‌বে, তার পর আমি তা'কে সাধি করবো। তা'র সৎমা তা'কে রাত্রে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌তো, আমি কত কষ্ট করে ঠিক্ সেই রকম তালার এক চাবি যোগাড় ক'রে আজ রাত্তিরে মেহেরের ঘরে ঢুক্‌লেম, মেহের আমায় দেখে খুসী হওয়া দূরে থাক, রেগে আগুণ! বল্লে এখনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, এত রাত্রে জেনানার ঘরে মর্দ্দানার আসা কখনই ভদ্রতা নয়।

কা। তুমি কি বল্লে?

র। আমি বোঝাতে যাচ্ছিলুম, সে শুন্‌লেই না। বল্লে তুমি এখনি না বেরিয়ে গেলে সকলকে জাগিয়ে দেবো! আমি কি করি, কাযেই চলে এলুম।

কা। দরজার চাবিটা রেখে এসেছ ত?

র। হ্যাঁ তা এসেছি, মেহেরের বাঁদী এসে চাবিটা নিয়ে গেল তাও দেখেছি।

কা। তবে ত কেল্লা ফতে, আর ভাবনা কি? আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি তোমার মেহের বিবি এতক্ষণে পালিয়ে এসেছে।

র। হতে পারে, অন্য কোন পেয়ারের লোকের জন্য, আমার জন্য নয়। তুমিও এককালে মেহেরের জন্য আমার মত পাগল হ'য়ে ছিলে, হয়ত বা তোমার জন্যেই সে পালিয়ে আস্‌বে।

কা। না রহিম, এককালে আমি মেহেরের জন্য পাগল হয়েছিলুম বটে, কিন্তু যখন দেখ্‌লুম সে আমায় ভালবাস্‌লে না, তখন আর সে আমার চোকে খোপ্ সুরত্ লাগ্‌ল না। রহিম, আমাকে তোমার কোনও ভয় নেই, আমি এখন তোমার বোনের জন্য পাগল। আমায় তুমি সাহায্য কর, আমিও তোমার মেহেরের নাম আর মুখে আন্‌বো না।

র। অবশ্য আমি বাবাকে ব'লে চেষ্টা করবো। কিন্তু আমাদের বংশের মর্য্যাদা যাতে হানি হয় এমন কোনও কাযে আমি সাহায্য কর্‌তে পারবো না। লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তেই পারে না, তা নিশ্চয় জেনো।

কা। আর তুমি নিজে যে মেহেরকে হরণ কর্‌তে গেছ্‌লে?

র। আহা হা, সে আলাদা কথা! আমরা পরের ভগ্নী বা স্ত্রীকে যে ভাবে দেখি অপরে আমাদের স্ত্রী বা ভগ্নীদের সেই ভাবে দেখ্‌বে তা কি সহ্য হয়? তা ছাড়া মেহেরের সঙ্গে যে দু'এক দিনের ভিতরেই এক খোঁড়ার সঙ্গে সাধি হ'বে, তা' কি চোকে দেখা যায়?

কা। আচ্ছা তোমার বাপ্‌ও ত কাল এক বুড়ো কুৎসিৎ লোকের সঙ্গে তোমার বোনের সাধি দিচ্ছেন, তা'তে তোমার মত আছে কি?

র। একটুও না। আমি বাবাকে অনেক বলেছি, ফের বলে দেখ্‌বো। এখন প্রায় ভোর হ'য়ে এলো, বাড়ি যাওয়া যাক্, নইলে বাবা আবার টের পাবেন। (স্বগত) যদি সত্যই মেহের কাসেমকে ভালবাসে!

(প্রস্থান)

কা। বেশ যাহোক্! রহিম নিজের বেলা খুব বোঝে! অপরের বেলা যে কাযটা অন্যায়, নিজের বেলা সেটা আর অন্যায় থাকে না, মানুষের এমনি স্বভাব বটে! আমি রোশেনার জন্য যেমন পাগল, সেও তেমনি আমার জন্য কাতর, তবু কেন তা'কে পাই না? আমি গরীব বলে মামুদ আলি আমার সঙ্গে রোশেনার সাধি দিতে অনিচ্ছুক। যে গরীব সে কি ভালবাস্‌তে জানে না? সেই বরং প্রাণভোরে ভালবাস্‌তে জানে, ধনী একজনকে প্রাণ-ভোরে' ভালবাস্‌তে জানে না।

গীত।

প্রাণভরা প্রেম দিতে যা'রে চাই
কেন কেন তা'রে তবু নাহি পাই।
যেচে প্রাণ বিকাইসে, যেতে চাই মিশাইয়ে,
প্রাণে প্রাণে যা'র সনে তা'রে নাহি পাই।
ধরিতে দিয়েছি ধরা, হয়েছি আপন হারা,
মনচোরে প্রেমডোরে বাঁধিতে না পাই

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রোশেনার কক্ষ।

কুল্‌শম্‌ ও রোশেনা।

গীত।

রোশেনা।

দুখ পুছে ত হামারি কোই নেহিঁ ;
যো মেরি দিল্‌ লে লিয়া হ্যায় সোই নেহি।
শোচ্‌কে শোচ্‌কে তনু ক্ষীণা ভই, রয়না গুজারি মায় রোই রোই,
পিয়া বিনা নয়নোমে নিদ্‌ নেহি।

গীত।

কুল্‌শম্‌।

শোচ্‌না মৎ, পিয়া মিলেগা আলবৎ,
মিলেগা মিলেগা পিয়া তেরি সাৎ।
যো তেরি লিয়া দিল্‌, উন্‌কাভি গয়া দিল্‌
তেরে লিয়ে পাগল মানো মেরি বাৎ।

রো। বহুত আচ্ছা বাঁদি, তেরি দেঙ্গে সাধি। আচ্ছা সত্যি করে বল্‌দেখি আমাদের মতলব হাসিল হবে কি না?

কুল্‌। তা'তে কি আর সন্দেহ? বাঁদি যে মত্‌লব্‌ করবে তা' কখনও ব্যর্থ হয়? একটু পরেই জান্‌বে, বাঁদীর কি বুদ্ধি!

রো। কুল্‌শম্‌ শুনেছিস্‌, বাবা বলেছেন আর কখনও আমার মুখ দেখবেন না, যদি না আমি—

কুল্‌। হ্যাঁ আমি আড়াল থেকে শুনেছি তিনি তাঁ'র একজন বন্ধুকে বল্‌ছিলেন, "ইয়াকুব খাঁকে সাধি করবার জন্যে

আমি আর একবার রোশেনাকে বল্‌বো ; যদি সে রাজি না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সে বাপের কথা না শুনে, ততদিন তার আর মুখ দেখ্‌বো না।"

রো। তাঁর এই কথা শুনেই বুঝি তুই এই মতলব ঠিক্ করেছিস্। বেশ, বেশ, মত্‌লব্ হাসিল হ'লে তোকে অনেক বক্‌শিস্ দেবো।

কুল্। আমি অন্য বক্‌শিস্ চাইনে, ইয়াকুব খাঁকে আমায় দিও।

রো। হাঃ হাঃ হাঃ স্বচ্ছন্দে! আমার কাসেমের চেয়ে সে বিশগুণ ধনী হলেও আমি খুব খুসী হ'য়ে তা'কে তোমায় দেবো। ভালবাসা ধন ঐশ্বর্য্যের গোলাম নয়, সে স্বাধীন।

গীত।

প্রেম কারো মানা মানে না
সে ত বোঝালেও বোঝে না।
মন প্রাণ যারে চায়, তাহার লাগিয়ে হায়
(প্রেম) সরম ধরম সকলি ভাসায়ে দেয় ;
করম ভুলিয়ে মরম বহে যাতনা।

কুল্। ঐ মামুদ আলি সাহেব এই দিকে আস্‌ছেন। দাও দাও শিগ্‌গির কাল কাসেমের কাছ থেকে যে চিঠিখানা এনেছি সেইখানা আমায় দাও। আমি সেখানা একখানা লেফাফায় মুড়ে এনে এক জায়গায় ফেলে রাখ্‌বো, যেন তোমায় দিতে ভুলে গেছি। তা হ'লেই আমার চাকরী বরখাস্ত হবে, তার পর কি ক'রতে হ'বে তোমায় বলেছি।

(প্রস্থান)

(মামুদ আলি ও রহিমের প্রবেশ)

মা। রোশেনা, কি ঠিক্ করলে? ইয়াকুবকে সাধি করতে রাজি আছ কি না?

রো। প্রাণ থাক্‌তে না।

র। আপনি অমন লোকের সঙ্গে রোশেনার সাদি দিতে চাইচেন কেমন ক'রে?

মা। কেন লোকটার দোষ?

র। বুড়ো, কুৎসিত, মূর্খ!

মা। আরে কম্‌বক্ত্, টাকা থাক্‌লে কি লোকে মূর্খ থাকে না কি? বরং পণ্ডিতের চেয়ে বেশী খাতির হয়। বুড়ো? সে ত ভালই, অনেক দেখে শুনে জ্ঞান বেড়েছে। কুৎসিৎ? টাকা ত আর কুৎসিৎ নয়? চাঁদ আর চাঁদী সব উজ্‌লা করে।

র। ইয়াকুব বড় ঠগ্ ও প্রতারক।

মা। সুবিধা পেলে অনেকেই ঠগগিরি করে সংসারে অমন অনেক ভদ্র জুয়াচোর আছে, ইয়াকুবই শুধু ধরা পড়েছে। আর কিছু বল্‌বার আছে?

রো। তা'কে আমার মোটেই পসন্দ হয় না।

মা। তোমাকে তা'র পসন্দ হয়, তা হলেই হ'ল, দুজনের মধ্যে একজনের পসন্দ হ'লেই হ'ল। দুজনকার পসন্দ কি সব সময়ে হয়? স্বামীর হয় ত স্ত্রীর হয় না, স্ত্রীর হয় ত স্বামীর হয় না।

রো। তা'কে আমি কখনও ভালবাস্‌তে পারবো না।

মা। তোমার মা ও ঐ কথা বল্‌তো। সাধি হ'লে আবার

মানুষের স্বভাব অনেক বদ্‌লে যায়। মোট কথা তুমি তা'কে সাধি করবে কি না বল? এই শেষ বার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আর কখনও জিজ্ঞাসা করবো না।

রো। বাবা আমি তোমার কোনও কথার কখনও অবাধ্য হই নি, এই কথায় কেন অবাধ্য করতে চাও? কেন তোমার রোশেনাকে চিরজীবন অসুখী কর্‌তে চাও?

মা। রোশেনা তুমি তোমার বাপকে সুখী করতে চাও কি না?

রো। খুব চাই, চাই বলেই ত অবাধ্য হচ্ছি, না হলে যে পরে তোমার আদরের রোশেনার দুরবস্থা দেখে তোমার অসুখী হ'তে হবে।

মা। আচ্ছা থাক্, যতদিন না আমার কথা শুনিস্ ততদিন তোর আর মুখ দেখ্‌বো না। আমি আর কোনও কথা শুন্‌তে চাইনে, তোর ঘরেই তোকে বন্ধ রাখ্‌বো। আমি যখন বেরিয়ে যা'ব ঘরে তালা বন্ধ করে যা'ব, আর যখন বাড়িতে থাক্‌বো যদি কেউ তোর ঘরে যায় আমার ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, না হলে যেতে পাবে না। দেখি একগুঁয়েম যায় কি না। যা আমার সুমুখ থেকে দূর হ—

(ধাক্কা দেওয়া)

রহিম। এ বিষয়ে রোশেনার যখন সুখ দুঃখ নির্ভর কচ্চে, তখন তা'র পসন্দ একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। আর কাসেমও উপযুক্ত পাত্র, সে আমার পরম বন্ধু।

রমা। তোমার পরমবন্ধু হলেই বুঝি উপযুক্ত হ'ল।

র। আমার একান্ত ইচ্ছে কাসেমের সঙ্গে রোশেনার সাধি হয়। কাসেমের অনেক গুণ আছে।

মা। আসল গুণ নেই—টাকা নেই, ইয়াকুবের অনেক টাকা। যা'ক ও কথায় আর কায নেই, আমি তোমার বা রোশেনার পরামর্শ নিয়ে কায কত্তে চাই নে। নিজে যা' ভাল বুঝবো তাই ক'রবো, ছেলে মেয়ের চেয়ে তাদের বাপ অনেক বেশী বোঝে।

(প্রস্থান)

র। কাসেমের দেখ্‌ছি কোনও আশাই নেই দেখা যাক্, রোশেনার মনের জোর আছে, সে কখনও ইয়াকুবকে সাধি করতে রাজি হবে না। শেষকালে বাবারও মত বদ্‌লে যেতে পারে। রোশেনা কাসেমকে যে রকম ভালবাসে, আমার মেহের যদি আমায় তার অর্দ্ধেক ভালবাস্‌ত তা হলে আর ভাবনা ছেল কি? আহা মেহের, কেন আমায় হায়রান্ করছো।

(প্রস্থান)

(কুল্‌শমকে টানিতে টানিতে একখানা পত্র হস্তে মামুদের পুনঃ প্রবেশ)

মা। তাজ্জব কি বাত! আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি! আমি তোকে রাখ্‌লুম রোশেনাকে তদারক করবার জন্যে, তুই কি না হারামজাদি, নিমকহারামি ক'রে আমারই সর্ব্বনাশ করিস্, কাসেমের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে রোশেনাকে দিস্। শয়তানি, বল্ তুই কি বল্‌তে চাস্?

কু। কি আর বল্‌বো, যখন ধরা পড়িছি, তখন আর মিছে

কথা বলে কি হ'বে? রোশেনা, বুড়ো কুচ্ছিত কদাকার ইয়াকুবের সঙ্গে সাধি হ'বে শুনে আমার কাছে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমারও বড় দয়া হ'ল। তাই আমি কাসেমের সঙ্গে যা'তে তা'র সাধি হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে সেই চেষ্টা করছিলুম। আহা কেঁদে কেঁদে রোশেনার চোক ফুলে গেছে, তা'র মুখ দেখ্‌লে কা'র না দয়া হয়?

মা। তবে রে শয়তানি, দয়া—যা' এখনি আমার বাড়ি থেকে দূর হ—বেরো শীগ্‌গির বেরো—

কু। তা যাচ্চি, আমার কাপড় চোপড় নিয়ে আসি, আর রোশেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। তা'র কাছে আমার একখানা ওড়না আছে সেখানাও আনি।

মং। ওড়না, তোর আবার ওড়না কিসের জন্য? যে বেহায়া তা'র আর আবার ওড়নার দরকার কি? ও পোড়া মুখ আর ওড়নায় ঢাক্‌তে হবে না। কেউ ও মুখের দিকে তাকাবে না ভয় নেই। যা যা শীগ্‌গির তোর ওড়না টোড়না যা' কিছু আছে নিয়ে আয়।

(কুলশমের প্রস্থান)

ভাগ্যিস্ ধরলুম, মাগি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছিল, বাঁদী মাগীদের বিশ্বাস কর্‌তে নেই, জিনিষ পত্র টাকা কড়ি ত সরিয়েই থাকে, আবার সময়ে সময়ে ঘরের ঝি বৌও সরায়। আর মেয়ে গুলোই বা কি? মা বাপ্‌কে মানে না, মা বাপ্ যা' করে তা'তে মন উঠে না।

কল্লে হয়, মেহেরের কাছে লোক পাঠালে হয়, তা'র সঙ্গে আমা'র ছেলে বেলার আলাপ, সাহায্য কল্লেও কত্তে পারে। উঁহু তা হ'বে না; তা'র যে রকম ধর্ম্ম ও লোক লজ্জা ভয়, তা'তে আমার এই কায দেখে সে হয় ত আমাকে ঘৃণা কর্‌বে।

(মেহেরের বাঁদী আর এক দিকে)। তবে না হয় রোশেনা বিবির কাছে যাই, গিয়ে তা'কে সব খুলে বলি।

মে। না না না, তার বাপের উপর যে ভক্তি, আমি বাপ্‌কে না বলে পালিয়ে এসেছি শুন্‌লে সে আমার উপর চোটে যা'বে, হয় ত ধরিয়ে দিতে পারে।

রোশেনা। (স্বগত) মেহেরের যে মেজাজ, সে যখন আমার এই ব্যাপার শুন্‌বে তখন কি মনে কর্‌বে?

মে। রোশেনা কখনও তার বাপের অবাধ্য হয় না আমার এই কায দেখে সে কি মনে কর্‌বে?

রো। (ফিরিয়া দেখিয়া) ওকি ওরা কারা? মেহের না? হয় ত আমায় খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে। যা' থাকে কপালে আমি ওকে সব খুলে বল্‌বো। মেহের?

মে। কে ও রোশেনা নাকি? ব্যাপার কি? (স্বগত) এই গো আমায় বুঝি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে।

রো। ব্যাপার শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'বে, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

মে। সত্যি নাকি? আমি তোমায় এর দরুণ খুব বক্‌তুম্‌, কিন্তু তা' আর হ'ল না, কেন না আমিও পালিয়ে এসেছি।

রো। এঁ্যাঃ, বল কি ?

মে। বল্‌বো আর কি আমার মাথা। তুমিও যে পথে, আমিও সেই পথে।

রো। হাঃ হাঃ হাঃ, সাবাস্ মেহের, বহুত আচ্ছা! আমাদের কপাল দোষ আর খোদার ইচ্ছা।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

মে। আচ্ছা, রোশেনা তুমি এখন কোথা যা'বে ?

রো। পিয়ার সন্ধানে। তুমিও বোধ হয় আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাও।

মে। না ভাই, তোমার ভাইয়ের উপর আমার ভারি রাগ হয়েছে, সে সেদিন রাত্রে আমার ঘরে ঢুকে আমি যখন ঘুমুচ্ছিলুম, আমায় চুমো খেয়ে ছিল। রাগের চোটে আমি তা'কে বেরিয়ে যেতে বল্লুম। অমন বেয়াদবি আমি ভালবাসি না।

রো। আচ্ছা আমি আমার ভাইকে বলে দেবো যেন সে অমন বেয়াদবি আর কখনও না করে, এবার থেকে তুমি যখন জেগে থাক্‌বে তখন যেন তোমায় চুমো খায়। কেমন তা' হ'লে হবে ত ?

মে। দূর—ঠাট্টা রাখ্।

রো। তা' ত রাখ্‌লেম্, এখন তুমি কোথা যা'বে বল দেখি ?

মে। আমার দূর সম্পর্কে এক নানা আছে, তা'র অসুখের কথা শুনেছি, তা'কে দেখ্‌বার ছল ক'রে আপাততঃ সেই খানেই যা'ব। সে জায়গা খুব নিরাপদ, তুমিও না হয় আপাততঃ আমার সঙ্গে চল না ?

রো। না ভাই, আমি কাসেমের সন্ধান আগে কর্‌বো। বাঃ খোদার কি মেহেরবানি, কাসেমের সন্ধানে পাঠাবার জন্য একজন চরও ঠিক্ সময়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ আস্‌ছে।

মে। কে ও, ও যে অদ্ভূত চেহারা, দেখ্‌লে ভয় হয় ?

রো। না, না, অমন কথা বলো না ওই খোপ্‌সুরৎ চেহারার সঙ্গে বাবা আমার সাধি দেবেন ঠিক্ করেছেন।

মে। বল কি ? তবে তুমি ওকেই কাসেমের কাছে পাঠাতে চাচ্চ ? তুমি পাগল হ'লে নাকি ?

রো। পাগল হ'ব কেন ? ওর দ্বারাই আমার কায হাসিল হ'বে, ওই ঠিক্ উপযুক্ত লোক, কারণ যদিও কাল এর সঙ্গে আমার সাধি হবার্ কথা, ও এ পর্য্যন্ত আমার চোকে দেখে নি।

মে। তুমি ওকে চিন্‌লে কি ক'রে ?

রো। ও কাল বাবার কাছে এসেছিল, আমার বাঁদী জানালা থেকে ওকে আমায় দেখিয়েছিল।

মে। ঐ আস্‌ছে, আমি তবে এখন চল্লুম।

রো। মেহের, একটা কথা আছে। তোমার নামটা আমায় ধার দিতে আপত্তি আছে কি ? আমার বড় দরকার।

মে। কিছু না। যদি তোমার দরকার হয় তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নাম নিতে পার। আমি এখন চল্লুম। ভাল কথা রোশেনা, তোমার ভায়ের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাকে যেন ব'লোনা যে হাঁসপাতালের পেছন দিকের গলিতে যে একটা মস্‌জিদ্ আছে, সেই মস্‌জিদের দক্ষিণ দিক

দিয়ে যে গলি গেছে, সেই গলির ভেতর ফতেমা বিবির বাড়ি আমি আছি। খবরদার ভাই বোলো না, সে বড় বেয়াদব্।

রো। হাঃ হাঃ হাঃ তাও কি কথন বলে। যেখানে গেলে তোমায় সে দেখ্‌তে পাবে না সেই ঠিকানা আমি খুব ভাল করে' তাঁকে বল্‌বো। হাঁসপাতালের পিছনের গলি—মসজিদের দক্ষিণদিকের গলি—ফতেমা বিবি—এই কটা কথা আর মনে থাক্‌বে না। তুমি কিছু ভেবো না, আমি ঠিক্ ভুল বলে দেবো এখন।

(মেহের ও তাহার দাসীর প্রস্থান)

ঐ যে আমার নাগর আস্‌ছেন একটু আড়ালে থাকি।

ইয়াকুব খাঁ ও মহম্মদ ইসুফের প্রবেশ।

ইয়া। (এক খানি ছোট আর্‌শিতে আপন মুখ দেখিয়া) মহম্মদ ইসুফ, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি আমার এ নূর দেখে রোসেনা আমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে।

মহ। ইয়াকুব, রাগ ক'রনা, তোমার ও চেহারায় কোনও মেয়ে মানুষ ভোলে এমন ত আমার বোধ হয় না।

ই। কেন হে, আমার চেহারা কি মন্দ। চোক দুটো লোকে বলে ছোট, কিন্তু আমি ত তেমন ছোট দেখি নি। আবার বড় ড্যাব্‌ডেবে চোকও আমার তেমন পছন্দ হয় না। ছোট চোক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। তা'র সাক্ষ্য দেখনা কেন হাতির চোক ছোট, কিন্তু বুদ্ধি কেমন তীক্ষ্ণ। আরে এ নূরের বাহার কত, এ নূর যা'র পছন্দ না হবে তার মোটেই পছন্দ নাই। ঐ দেখ ঐ একজন

আমার নূর দেখে এরি মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তা' ত হ'বারই কথা, তা' ত হ'বারই কথা।

রো। (নিকটে আসিয়া) জনাব আমি বড় বিপদে পড়েছি মেহেরবানি ক'রে যদি আমার একটু উপকার করেন—

ই। (জনান্তিকে) মহম্মদ্ ইসুফ, আমি ত বলেছি এ ঔরৎ ঠিক্ আমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম আমি আগে জান্‌তে চাই।

রো। আমার নাম মেহেরউন্নিসা।

ইয়াকু। কি আস্‌গার আলির মেয়ে মেহেরউন্নিসা নাকি? ঠিক্, ঠিক্, শুনে এলুম বটে তাকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্চে না।

রো। আপনি ভদ্রলোক, আপনি বোধ হয় আমায় ধরিয়ে দেবেন না। যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, ভালবাসাই তা'র একমাত্র কারণ।

ই। (জনান্তিকে) শুন্‌ছ ইসুফ, এ ঔরৎ আমায় কি রকম ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) না, তোমায় ধরিয়ে দিয়ে আমার কোনও লাভ নেই, আমি ধরিয়ে দেবো না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তবে তোমার ভালবাসার কথা যা' বল্লে, আমি বড়ই দুঃখিত যে তা'তে তোমার কোনও আশা নাই।

রো। কেন শুন্‌তে পাই কি?

ই। অন্য একজনের সঙ্গে আমার সাধির ঠিক্ হ'য়ে গেছে। নয় মহম্মদ্ ইসুফ্?

রো। আগে আমার কথা শুনুন্‌ই না।

ই। না, না, শুনে আর কি করবো। তুমি যা' বল্‌বে তা' ত জানি। বল্‌বে আমায় কত ভালবাস, আমায় না পেলে মরে' যা'বে ইত্যাদি। কিন্তু কি করি তোমায় সাধি করতে ত পারিনে। তবে যদি অন্য রকমে আমার পেয়ারী হ'তে চাও তাতেও রাজি নই, কি জানি তোমার কোনও গোঁয়ার ভাই বা অন্য কোনও আত্মীয় আমার মাথা ভেঙ্গে দেয়। তাই বলি আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যাও।

রো। (স্বগতঃ) মরণ আর কি, আমি ওকে ভালবাস্‌তে যা'ব, লোকটা খেপেছে। (প্রকাশ্যে) জনাব তবে শুনুন আমি কাসেমের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

ই। সে কি, কাসেমের জন্যে? আমার জন্যে নয়? তবে যে তুমি ভালবাসার কথা বল্লে সে আমার উপর ভালবাসা নয়?

রো। নিশ্চয়ই না।

ই। তবে ত তুমি অতি অন্যায় কায করেছ, তোমার বাপ্‌কে আমি এখনি গিয়ে খবর দিচ্চি।

রো। জনাব এই কি আপনার ভদ্রতা? এই না বল্লেন আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

ই। রোশো, রোশো, কি বল্লে, কাসেম?

রো। হাঁ কাসেম।

ই। (জনান্তিকে) মহম্মদ ইসুফ্‌ আমি একটা মতলব্‌ ঠিক্‌ করেছি। শুনেছি এই কাসেম আমার শত্রু, রোশেনা

তা'কেই চায়, যদি এই মেহেরউন্নিসাকে কোনও রকমে কাসেমকে গছাতে পারি, তা হ'লে আর আমার শত্রু থাকে না। কি বল, মন্দ মতলব্ কি ?

মহম্মদ্। বেশ তোফা মতলব্।

ই। (জনান্তিকে) মহম্মদ্ ইস্থফ্, ইয়াকুবের মাথায় বুদ্ধি কি রকম খেলে দেখ্‌লে একবার। বলিছি, ছোট চোক হ'লেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়। (প্রকাশ্যে) মেহেরউন্নিসা বিবি, আপাততঃ তুমি আমার দোস্ত মহম্মদ্ ইস্থফের সঙ্গে আমার বাড়ী যাও।

রো। (ইস্থফের প্রতি) জনাব, আশা করি আপনা হ'তে আমার কোনও আশঙ্কা নেই ?

মহম্মদ। কোনও আশঙ্কা নেই, আল্লা কসম্, তুমি অনায়াসে আমায় বিশ্বাস করতে পার।

ই। মহম্মদ্ ইস্থফ্ তুমি তবে এখন যাও ; আমায় এখন মামুদ আলির বাড়ি একবার যেতে হ'বে। আচ্ছা মেহের বিবি, তুমি রোশেনাকে জান বোধ হয় ? সে হোরীর মত খোব্‌সুরৎ নয় ?

রো। জনাব আমায় মাপ কর্‌বেন, আমি আপনার কথায় সায় দিতে পাল্লুম না।

ই। সে কি ? আমি সকলের মুখেই শুনেছি যে রোশেনা হোরীর মত রূপসী।

রো। তা'র বাপ্ তা'কে বাড়িয়েছে, বাপ্ মার কাছে সব মেয়েই রূপসী। আপনি যদি যান, দেখ্‌বেন তা'র

কেমন এক রকম পাকাটে চেহারা, দেখ্‌লে বোধ হ'বে তা'র বয়স চল্লিশের বেশী।

মহম্মদ্‌ ইস্থফ্‌ এ শুধু হিংসের কথা। জানি রূপসী মেয়ে মানুষেরা অপরকে কখনও ভাল বল্‌তে চায় না। (জনান্তিকে) ইস্থফ্‌, কাসেমের সন্ধান কর, তাকে এ ঔরংটা গছাতেই হ'বে। কি মতলবই আঁটা গেছে, সাবাস্‌ ইয়াকুব।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মামুদ আলির কক্ষ।

মামুদ আলি ও ইয়াকুব।

মা। হাঃ হাঃ হাঃ, আস্‌গার আলির মেয়ে বাপের চোকে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ, আস্‌গারকে আমি বরাবর বলতুম মেয়েদের খুব চোকের উপর রাখ্‌তে হয়, তা' সে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিত। এখন ঠিক্ আমার কথা ফলে' গেল। হাঃ হাঃ হাঃ হাসিও পায়—আবার আস্‌গারের জন্য দুঃখও হয়।

ই। মেহের উন্নিসা ত পালিয়েছে, আমি আর একটা মজার মতলব এঁটেছি। সে কাসেমের কাছে তা'কে আমায় নিয়ে যেতে বল্লে, আমি ত রাজি হয়েছি। কারণ যদি কাসেমের ঘাড়ে তা'কে গছাতে পারি তা' হ'লে আমার

প্রধান শত্রু দূর হয়, রোশেনাকে পেতে আর কোনও গোল থাক্‌বে না। কি বলেন, কেমন মত্‌লব্‌; ইয়াকুবের বুদ্ধির প্রশংসা করেন না কি ?

মামুদ। খুব, খুব, বহুত কেরামতি! কাসেম ছোঁড়াটাকে ঐ রকমে তাড়ানই ভাল। কাসেম যদি মেহেরের হয় তা হ'লে রোশেনাও কাসেমকে ভুল্‌তে পারবে। সাবাস্‌ বুদ্ধি ইয়াকুব! আমার জামাই হবার যোগ্য বটে। হাঃ হাঃ হাঃ আস্‌গার আলি বুড়ো হ'য়ে কি না নিজের ছোট একটা মেয়ের কাছে ঠকে গেল!

ই। আজকাল কার মেয়ে গুলো কি কম্‌, বাপের চেয়ে চালাক।

মা। আরে ছোঃ চালাক! মূর্খদের কাছেই চালাক। কই আমার মেয়ে আমার চোকে ধুলো দিয়ে অমন করে' পালাগ্‌ দিকি, তবে বলি চালাক। নিজে হুঁসিয়ার থাক্‌লে তা'দের কোনও চালাকি খাটে না।

ই। তা' ত বটে, তা' ত বটে; হুঁসিয়ার আদ্‌মির কাছে কি আর চালাকি খাটে? মেয়ে ত মেয়ে, কোন মরদও এ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চালাকি কর্ত্তে পারি নি। ইয়াকুব শিয়ালের চেয়ে চালাক্‌।

মা। আচ্ছা আস্‌গার কি গাধা!

ই। কাসেমকেও আমি গাধা বানাব।

মা। হাঃ হাঃ হাঃ, বহুত আচ্ছা। এখন যাও ঐ ঘরে রোশেনা আছে তা'র মন বুঝে এস।

ই। আপনি আমার সঙ্গে থাক্‌বেন ত?

মা। দূর পাগল, আমি সঙ্গে থাক্‌লে কি হ'বে ?

ই। তাইত, সুন্দরী মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা কইবো কি করে'? আমার বড় ভয় হয়, বুকটা কেমন কেমন করে, জীবটা টাক্‌রায় সেঁদিয়ে যায়। কুৎসিৎ মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় না। কি মুস্কিল হল! রোশেনা যদি রূপসী না হ'ত, তাতেই বা ক্ষতি ছিল কি ? রূপ নিয়ে কি হবে, পাঁচজনে নজর দেবে বইত নয় ?

গীত।

আমি চাইনে রূপসী ;
কুঁচ্ নয়ন আর কালো বদন পেলেই বহুত খুসী।
কায নাই মন মজানে হাসি, কি জানি যদি দেয় গলে ফাঁসি,
তাই ভালবাসি আমি মুলো দাঁতে কালো মিশি।
রূপসী বউ থাক্‌লে ঘরে, কত লোকে নজর দেবে তা'রে,
সইবে না তা' প্রাণে কভু, মেরে বস্‌বো ঘুসী।
যদি তা'র না থাকে ভুঁড়ি, আর কচি কাঁচ দাড়ি,
পিঠে কুঁজ, পায়া ভারি না হ'লেই খুসী॥

মা। ইয়াকুব রোশেনাকে দেখ্‌লে তোমার মত বদ্‌লে যা'বে এখন।

ই। আজ্ঞে আপনার মত শ্বশুর পেলেই আমার যথেষ্ট, রূপের জন্য আমি তত ব্যস্ত নই।

মা। ইয়াকুব, রোশেনা সাক্ষাৎ হৌরি। কেমন টানা চোক—

ই। বটে ? হৌরি, হৌরি !

মা। কেমন নাক, অমন নাক কেউ কখনও দেখেনি—

ই। বটে ? হৌরি, হৌরি।

মা। আর তা'র রং যে কি সুন্দর তা' বলা যায় না। গোলাপ ফুলের মতও ঠিক্ নয়, হুদে আল্‌তাও ঠিক নয়, ঠিক্ যে চাঁপা ফুলের মত তাও নয়, অথচ সব মিশিয়ে যেন কি একরকম! সে বলা যায় না, না দেখ্‌লে মনে ঠিক্ ধারণা হয় না।

ই। দেখ্‌বার দরকার নেই, বুঝ্‌তে পাচ্চি হৌরি, হৌরি।

মা। আর তা'র গলা কি মিষ্টি, বাঃ অমন মিষ্টি গলা কেউ কখন শোনেনি, সে যখন গায়, কোথায় লাগে বুল্‌বুল্, কোকিল—

ই। বটে? হৌরি, হৌরি।

মা। আমি তা'র বাপ্ বলে' যে তা'কে বাড়িয়ে বল্‌ছি তা' মনে ক'রো না, বরং কমিয়ে বলা হ'য়েছে। সত্যি কি মিথ্যা নিজের চোকে দেখ্‌বে চল।

ই। অ্যাঁ তাইত, তাইত, অমন হৌরির সঙ্গে কথা কইবো কি করে', আমার বুকটা কেমন গুর্‌গুর্ করে' উঠ্‌ছে, আপনি যদি আমার কাছে থাকেন তবু আমার একটু সাহস হয়।

মা। আরে দূর পাগল, আমি কাছে থাক্‌বো কি? চল চল, তুমি এত চালাক, এত কথা জান, আর একটা সামান্য ছোট মেয়েকে ভোলাতে পারবে না? চল, চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রোশেনার গৃহ।

ইয়াকুব।

ই। তাইত আমার বুকটা গুর্‌গুর কর্‌ছে, কি করি? সুন্দরী মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি ক'রে কথা কইতে হয়, যদি মহম্মদ ইসুফের কাছ থেকে জেনে আস্‌তুম্! ঐ দফা রফা, ঐ বুঝি আস্‌ছে। না, রোশেনার দিকে চাওয়া হবে না, কি জানি যদি চোক ঝল্‌সে যায়, মাথা ঘুরে যায়, জিব্ শুকিয়ে যায়, তা' হলে ত আর মুখ দিয়ে মোটে কথাই বেরোবে না।

রোশেনা বেশে কুল্‌শমের প্রবেশ।

আগে কথা কওয়া হবে না, কি জানি কি বল্‌তে কি বলে' ফেলি। তা'র চেয়ে ও আগে কইলে পরে বুঝে সুঝে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে জবাব দেওয়া যা'বে।

কু বন্দেগি জনাব।

ই (সে দিকে না ফিরিয়া) বন্দেগি বাইজি, থুড়ি! রোশেনা বিবি। (স্বগতঃ) গোড়াতেই ভুল করে' বসেছিলুম ভাগ্যিস্ সাম্‌লে নিলুম।

কু। জনাব, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস কত্তে পারি?

ই। ইয়াকুব খাঁ।

কু। বেয়াকুব খাঁ, বাঃ বেশ সুন্দর নাম ত?

ই। বেয়াকুব না, ইয়াকুব খাঁ, ইয়াকুব, ইয়াকুব্।

ইয়াকুব? ইয়াকুবের চেয়ে বেয়াকুব নাম আমার ভাল

লাগে। আপনি যদি রাগ না করেন আমি বেয়াকুব বলেই ডাক্‌বো, বেয়াকুব নাম বড়ই মিষ্টি।

ই। (স্বগতঃ) মাগীর আব্‌দার ত কম্ নয়। আমি যদি ওকে রোশেনা না বলে রশুন কি পেঁয়াজ বলে ডাকি তা' হ'লে মাগীর মনে কি হয়?

কু। জনাব বেয়াকুব সাহেব, আপনি চুপ ক'রে রইলেন যে? আমার ওপর রাগ কল্লেন কি? আমার কি কোনও কসুর হ'য়েছে? যদি হ'য়ে থাকে দাসীকে মাপ্ কর্‌বেন।

ই। (স্বগতঃ) বাঃ রোশেনার কথা সত্যি সত্যিই খুব মিষ্টি। তা' আমায় বেয়াকুব বলে ডাক্‌লেই যদি ও খুসী হয়, তা' ডাকুগ্, তা'তে আর আমার ক্ষতি কি? পীরিতের ডাক্‌গুলো একটু আদরের হয়েই থাকে, মুখপোড়া, চুলোমুখো, ওলাউঠো এমন সব মধুর নামে ডাক্‌তেও ত লোককে শুনেছি। যা' থাকে একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখি। না, না, মাথা ঘুরে যা'বে, চাওয়া হ'বে না।

কু। আপনি তবু চুপ্ করে' একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? মেহেরবানি করে' একটু বস্‌তেও কি দোয আছে? ওরকম করে' দাঁড়িয়ে আমায় আর কষ্ট দেবেন না।

ই। (স্বগতঃ) হয়েছে, রোশেনা আমার দাঁড়ান দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে, হ'বারই কথা, এরকম করে' দাঁড়ালে আমায় দেখায় ভাল। দাঁড়াবার একটু কায়দা চাই!

কু। (ইয়াকুবের হস্ত ধরিয়া) বসুন্, আপনি চুপকরে' দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে আমার কষ্ট হচ্চে।

ই। রোশেনা বিবি, তোমার ভদ্রতা দেখে আমার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেছে। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে মানুষ যে আমার জন্যে কাতর হ'বে তা' আমি ভাবি নি। (স্বগতঃ) যা' থাকে কপালে, একবার দেখে ফেলি।

(দেখিয়া হতবুদ্ধি ভাবে অবস্থিতি)

কু। (ইয়াকুবের হস্ত ধরিয়া) একি আমায় দেখে আপনার যে একেবারে তাক্ লেগে গেল দেখ্‌ছি।

ই। হ্যাঁ—অ্যাঁ—একটু তাক্ লেগেছে বটে। (স্বগতঃ) তোবা আল্লা, এ কখনও রোশেনা হ'তে পারে না, এযে আমার দিদিমার চেয়ে বড়।

কু। আমি বাবার আদেশে আপনার কাছে এসিছি।

ই। (স্বগতঃ) বাবার আদেশে ? তবে ত এ রোশেনাই বটে! আল্লা আল্লা, বাপ মারা কি কানা! মামুদ আলি এরি এত সুখ্যাতি করে ছিল।

কু। বেয়াকুব সাহেব আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেন ?

ই। (স্বগতঃ) যাহোক্ আমি রোশেনার রূপের লোভে সাধি করতে আসিনি, টাকার লোভে এসেছি তাই রক্ষে। টাকা ত আর কুৎসিৎ নয় ?

কু। আপনি কি বস্‌বেন না ?

(উপবেশন)

ই। হ্যাঁ—এই বস্‌ছি, তোমার খাতির দেখে আমি একটু অন্ত মনস্ক হ'য়ে গেছ্‌লুম।

কু। আপনি মেহেরবানি করে' এসেছেন এই আমার ভাগ্যি।

সত্যি কথা বল্‌তে কি বেয়াকুব সাহেব, আপনার ওপর প্রথমে আমার টান ছিল না, কাসেমের ওপরই টান ছিল। কিন্তু তাতে আমার বড় দোষ নেই। আপনার সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ছবি আমার চোখের সাম্‌নে ধরা হ'য়ে ছিল।

ই। আল্লা কসম্, রোশেনা বিবি, তোমারও আলাদা ছবি আমার সামনে ধরা হ'য়েছিল।

কু। কিন্তু যখন আমি আপনাকে প্রথম দেখ্‌লুম, তখনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

ই। আমিও তাই, আমিও তোমায় দেখে একেবারে ভ্যাবা-চ্যাকা।

কু। যাহোক আজ দুজনেরই মনের ভ্রম দূর হ'ল। আপনি মনে করেছিলেন আমি খুব দেমাকে হ'ব, হয়ত কথাই কইব না। আমি মনে করেছিলুম আপনি খুব কাল হবেন, বুড়ো হবেন, নাকটা থ্যাবড়া হবে, অসভ্য হবেন—

ই। (স্বগত) নিজের দোষগুলো যদি এই রকম ঠিক বোল্‌তো।

কু। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আপনি অসভ্যও নন্, কালোও তেমন নন, থ্যাদাই বা এমন কি; বুড়ো ত নন‌ই, কেননা এখনও লাঠি নিয়ে চল্‌তে হয় না, দাঁত সব পড়েনি। আর আপনার চোখ দুটি ছোট হ'লে কি হয়, যেন প্রাণের ভিতর বিঁধ্‌ছে। আর আপনার নূরটি থেকে বড় বাহার হয়েছে।

ই। (স্বগত) আমি ত মহম্মদ্ ইসুফকে বলেই ছিলুম এ নূর দেখে ভুল্‌তেই হ'বে। দেখি ভাল করে রোশেনার মুখখানা আর একবার দেখি। কই না তেমনত মন্দ নয়।

কু। বেয়াকুব সাহেব, বেয়াদবি মাপ্ করবেন, আপনার সাম্‌নে আপনার প্রশংসা করা আমার উচিত নয়, কিন্তু কি করি, আমার ভ্রম দূর হয়েছে বলে আমার এত আহ্লাদ হ'য়েছে যে আমি আর কিছু চেপে রাখ্‌তে পাচ্চিনি, লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েছি।

ই। রোশেনা তোমার কথা শুনে আমারও খুব ফুর্ত্তি হয়েছে (স্বগত) কই রোশেনাকে ত আর তেমন মন্দ দেখাচ্চে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা রোশেনা বিবি একটা গান গাও দিকি।

কু। আপনি আগে একটা গান।

ই। না, না, আমি কেন, তুমি আগে গাও, আমি শুনি।

গীত।

কুল। তু মেরি জান লিয়া রে।
জান লিয়া, জান লিয়া, জান লিয়া রে॥
ই। তু মুঝে যাদু কিয়া রে।
যাদু কিয়া যাদু কিয়া, কাবু কিয়া রে॥
কু। তোম বড়া ওস্তাদ, বড়া পট্টীবাজ,
পট্টীসে দিল্ মাট্টী কিয়া রে॥
ই। তোম্-বড়া শয়তান্, হাম্‌কে নয়নাবান্
হামকো হায়রাণ কিয়া রে,
হাম্‌কো বেয়াকুব বানায়া রে।

কু। বেয়াকুব সাহেব, আপনার গলাটি বেশ। আপনার সঙ্গে সাধি হ'লে আমি অনেক গান শিখ্‌তে পারি।

ই। সাধি ত হ'লো বলে, তা'র জন্য ভাবনা কি ?

কু। কই আর হ'লো, আমার নসীব মন্দ !

ই। সে কি ?

কু। তবে সত্যি কথা বলি শুনুন। আমার বাবার মত নিয়ে আমি সাধি করবো না, প্রতিজ্ঞা করেছি।

ই। সে কি রকম ?

কু। আমার বাবা যখন রেগে বল্লেন যে আমি তাঁ'র কথা না শুন্‌লে তিনি আর আমার মুখ দেখবেন না, আমিও তখন রেগে প্রতিজ্ঞা করলুম তিনি যা'র সঙ্গে আমার সাধি দেবেন তাঁ'কে আমি সাধি করবো না। তবে এককায করা যেতে পারে, যদি আপনি বাবাকে না জানিয়ে আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে সাধি করেন তবে আমি রাজি আছি।

ই। তাইত, সে কেমন করে হয়—

কু। আপনার যদি অনিচ্ছা থাকে তবে—

ই। (স্বগত) একথা নেহাত মন্দ নয়,আমার তা' হ'লে যৌতুকটা আর দিতে হয় না। বাঃ বাঃ ইয়াকুব সাবস্ বুদ্ধি! হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলে।

কু। চুপ করে রইলেন যে? তবে কি আমায় সাধি করবার আপনার ইচ্ছে নেই—

ই। খুব আছে,সেই জন্যইত ভাবছিলুন্ কি ক'রে মামুদ আলির চোকে ধুলো দেওয়া যায়।

কু। তা'র জন্যে ভাবনা কি ? আপনি তাঁ'র কাছ থেকে আমার সঙ্গে বাগানে বেড়াবার হুকুম নিয়ে আসুন, তার পর

দেখা যা'বে। কিন্তু খুব হুসিয়ার আপনি যেন তাঁকে বল্‌বেন না যে আমি আপনার ওপর খুব খুসী।

ই। আরে না, তাও কি বলি, সে সব আর ইয়াকুব কে শেখাতে হবে না। যখন একজনকে ঠকাতে হ'বে, তখন আর ইয়াকুবকে কোন কথা বল্‌বার দরকার নেই। ইয়াকুব ঠকামিতে পাকা!

কু। (স্বগত) কুল্‌সম্ বাঁদীর চেয়ে নয়। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমি আপনার বুদ্ধির উপর সমস্ত নির্ভর করলুম্—

ই। খুব,খুব,ইয়াকুবের বুদ্ধির উপর সচ্ছন্দে নির্ভর কর্‌তে পার।

কু। আমার বিশ্বাস, বাবা যতই চতুর হ'ন্ না কেন, আপনি তাঁ'র চেয়ে বেশী চতুর।

ই। রোশেনা ঠিক্ ঠাউরেছ, ঠিক্ ঠাউরেছ, সাধি হতে না হতেই আমায় চিনেছ, বেশ বেশ।

গীত।

ই। তুমি চিনেছ আমায়
গোলাম হয়ে গেছি আমি তোমারি কথায়।

কু। তুমি কিনেছ আমায়,
বাঁদির গোলাম হ'লে ছিছি শুনে হাসি পায়।

ই। বাঁদী নয়কো বেগম তুমি, দিল্লির যেন বাদ্‌সা আমি,
বাদসা বেগমে সুখে থাক্‌বো দুজনায়।

কু। সে সুখ কি এ কপালে থাক্‌বে স্বপন ভেঙ্গে গেলে,
বাঁদীর ভালে বাদ্‌শা মিলে আশা নাহি হয়।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। জনাব একজন ভদ্রলোক বাহিরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ই। ওঃ হোঃ বুঝেছি, মহম্মদ ইস্লুফ। আচ্ছা তাঁকে এখানে আস্তে বল। রোশেনা বিবি। ইনি আমার একজন দোস্ত, একে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

(দাসীর প্রস্থান)

মহম্মদ ইস্লুফের প্রবেশ।

কি মহম্মদ ইস্লুফ্, খবর কি ?

(উভয়ের গোপনে কথোপকথন।)

ম। আমি মেহেরকে আপনার বাড়ি রেখে এসেছি, কিন্তু কাশেমকে কোথাও খুঁজে পাই নাই।

ই। যাক্ আমি তা'কে নিজে খুঁজে বার কর্‌বো এখন। কি ইস্লুফ্ ঠাওরাও কি ? আমার চেহারা দেখে নাকি মেয়েমানুষ ভোলে না ?

ম। কেন রোশেনা ভুলেছে নাকি ? কই সে ?

ই। ঐ যে দাঁড়িয়ে।

ম। ঐ নাকি,তোবা আল্লা,আমি ওকে রোশেনার বাঁদী ঠাউরেছিলুম্। আরে ছ্যা মাগী কি বদ্‌খত্ দেখ্‌তে।

ই। (মুখ চাপিয়া) চুপ্ চুপ্।

কু। ইয়াকুব সাহেব আপনার দোস্ত কি বলছেন।

ই। এই বল্‌ছিলেন যে তোমার মত সুন্দরী ইনি এর আগে আর কখনও দেখেন নাই। না, ইস্লুফ্ ?

ম। হাঁ, বাস্তবিক এর আগে অমনটি কখনও দেখিনি।

কু। আপনি অতি ভদ্রলোক তাই মেহেরবানী ক'রে অমন কথা বল্‌ছেন। ইয়াকুব সাহেব তবে আমি এখন আসি। মত্‌লব্‌ মনে থাকে যেন।

ই। মনে গাঁথা রয়েছে, একেবারে পাকা ইটের গাঁথুনি, সে কি ভোলবার যো আছে।

(কুলশমের প্রস্থান)

ম। ইয়াকুব, সত্যি কথা বল্‌তে কি তোমার রোশেনা বিবির মত কুৎসিৎ মেয়েমানুষ আমি জন্মে দেখিনি, আমি লাখটাকা পেলেও অমন মেয়েমানুষ সাধি করিতে রাজি নই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মামুদ আলির গৃহ।

মামুদ আলি ও রহিম।

মা। কি আপত্তি? বলেছি ত কাশেমের দারিদ্রই একমাত্র আপত্তি। তুমি কি বল্‌তে চাও যে কাশেম গরীব নয়?

র। সে তত ধনী নয় বটে, কিন্তু খুব বনিয়াদি ঘরে তার জন্ম।

মা। ওঃ অমন অনেক ভিখিরীও বনিয়াদি বংশের নজীর দেখাতে পারে। তা বলে কি তাদের বড়লোক বল্‌তে হ'বে না কি?

র। কাশেমের অনেক গুণ আছে।

মা। কিন্তু সে যে গরীব, সেটা কি একটা মস্ত দোষ নয় ? তার সে দোষ কাটাতে পার কি ? তা ছাড়া সে কি খুব সৌখিন ও খরচে নয় ? সে আমোদ আহ্লাদে কি বাপের সমস্ত বিষয় উড়িয়ে দেয় নি ?

র। সে অতি সামান্য বিষয়ই পেয়েছিল। যা কিছু সামান্য পেয়েছিল, তা আমোদ অহ্লাদে ওড়ায়নি খয়রাতে সব খরচ করেছে। সে এ পর্য্যন্ত কোনও অন্যায় কায করে কলঙ্ক মাথায় করে নি, নিজের মান বজায় রেখেছে।

মা। ওঃ মান! কম্‌বক্ত্, যার টাকা নেই তার আবার মান কি ? কোপ্‌নি পরা ফকিরের মাথায় কি সোনার মুকুট শোভা পায় ?

র। টাকাই কি এত বড় হ'ল ?

মা। তা নয় ত কি ? দুনিয়ায় যার টাকা নেই, তাকে মানে কে ? টাকাই দুনিয়ার সব। ঐ যে ইয়াকুব আস্‌ছে। দেখা যাক্ রোশেনার মন ফেরাতে পার্‌লে কি না ?

র। ঐ চেহারায় যদি পারে ত বাহাদূরী আছে বটে।

ইয়াকুবের প্রবেশ।

মা। কি ইয়াকুব কি হ'ল ? রোশেনা নরম হ'ল ?

ই। হাঁ, তাকে নরম করিছি।

মা। সত্যি, কি করে ?

ই। বুদ্ধির জোরে।

মা। সাবাস্ ইয়াকুব! কেমন রোশেনার রূপ দেখে আশ্চর্য্য হয়েছত ?

ই। হ্যাঁ-অ্যা তা হ'য়েছি বটে। রোশেনার বয়স কত?

মা। বয়স? রোশ, এই বার—আর পাঁচ, সতের।

ই। মোটে সতের?

মা। ঠিক সতের, এক মাস এদিক ওদিক নয়।

ই। তা হ'লে সত্যি কথা বল্‌তে কি অত কম বয়সে অমন বুড়োটে চেহারা মোটে দেখা যায় না।

মা। সে কি? রোশেনার চেয়ে সুন্দরী দেখা যায় না কি?

ই। তা দু এক জন যায় বই কি?

মা। রোশেনার চোখ ঠিক তার বাপের মত।

ই। (স্বগত) হ্যাঁ বাপের মত চশমা নিলেই ঠিক হয়।

মা। রোশেনার নাক ঠিক তার মার মত, কপাল ঠিক তার নানীর মত, কান আর মাথার চুল ঠিক তার ফুফুর মত।

ই। (স্বগত) চাচার মত নূরটি হ'লেই ঠিক মানাত!

মা। ইয়াকুব তুমি রোশেনার বয়স কত আন্দাজ কর?

ই। পুরো দুকুড়ির একদিন কম নয়, বরং চার পাঁচ বছর বেশী হ'তে পারে।

মা। ইয়াকুব তুমি ঠাট্টা করছো না?

ই। ঠাট্টা নয়, আপনিই বোধ হয় ঠাট্টা করছেন। আচ্ছা ঠিক করে বলুন দেখি আপনি কি রোশেনাকে যথার্থই সুন্দরী দেখেন?

মা। যথার্থ সুন্দরী? তার মত সুন্দরী আমি ত দেখিই নি, আর কেউ দেখেছে কি না সন্দেহ।

ই। তবে নিশ্চয় আপনার চোখের দোষ আছে।

মা। আমার না তোমার?

ই। আপনি বাপ্ বলে মেয়ের দোষ চোখে দেখ্তে পান না। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি আপনি যে রকম বোল্‌ছেন রোশেনা সে রকমই নয়। তার চোখ দুটো এই হিসাবে ভাল যে খুব টেরা নয়। তার দাঁত মুক্তোর মত না হ'ক মুলোর মত বটে, গায়ের রং বুরুস্ জুতোর চেয়ে আধ পোঁচ ফরসা।

মা। ইয়াকুব সাবধান হয়ে কথা কও, আমার বাড়িতে বসে আমার অপমান?

র। (নিকটে আসিয়া) কি হয়েছে কি?

ম। দেখ দিকি, এই পাজি তোমার বোনের নিন্দে ক'রে, বলে রোশেনা খুব কুৎসিৎ।

র। হয়ত ও আর কাউকে দেখে থাক্‌বে, নয়ত কাণা।

ই। (স্বগত) আরে ম'লো, এ শালাও এর ভিতরে আছে! সব যড় আছে দেখ্‌ছি। আমি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

মা। আর কাকে আবার দেখ্‌বে? তা হতেই পারে না। তুইও দেখ্‌ছি ওরই মত বোকা। আমি রোশেনাকে নিজে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছি, চাবি আমার কাছে রয়েছে, ইয়াকুবকে সেই ঘরে নিজে পাঠিয়ে দিই, এতে কি আর ভুল হবার যো আছে?

ই। মামুদ আলি সাহেব, চটেন কেন? আমি ঠাট্টা কচ্ছিলুম বুঝ্‌লেন না?

মা। সত্যি না কি? ঠাট্টা? হাঃ হাঃ হাঃ। ইয়াকুব খুব এক

চাল চেলে নিলে য হোক। আমি সত্যি সত্যি রেগে গেছলুম্।

ই। হাঃ হাঃ হাঃ, ঠাট্টা বুঝলেন না, আমি কি কাণা যে রোশেনাকে খারাপ ব'লবো। দেখ্‌ছিলুম আপনার মেয়ের নিন্দে কল্লে আপনি রাগেন কি না।

মা। হাঃ হাঃ হাঃ আমি বাস্তবিকই রেগে গেছ্‌লুম।

র। (স্বগত) হায় হায় আমি মনে কল্লুম ঝগড়া বেধে গেল, ইয়াকুবও ভাগ্‌লো, রোশেনাও বাঁচ্‌লো।

মা। চল ইয়াকুব, সাধির বন্দোবস্ত করা যাক্। হাঃ হাঃ হাঃ খুব এক চাল চেলে নিলে যাহোক্।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

ইয়াকুবের বাটি।

রোশেনা।

রো। আমার মত অবস্থায় কেউ কখন পড়ে? যার সঙ্গে বাবা আমার সাধির ঠিক করেছেন আমি তাকেই আমার পেয়ারের কাসেমের সন্ধানে পাঠিয়েছি। দেখা যা'ক্ কি হয়!

গীত।

যা আছে কপালে হবে তাই
রাখিব না এ জীবন পিয়ারে যদি না পাই।

প্রাণে প্রাণে তারি সনে, বাঁধা মোরা দুইজনে
বিচ্ছেদ হবে জীবনে কভু ভাবি নাই।
বিধি মিলাইল চাঁদ, গুরুজন সাধে বাদ
প্রাণে প্রাণে ভালবাসা তবু আশ নাই।

মহম্মদ ইসুফের প্রবেশ।

রো। জনাব কিছু সন্ধান পেলেন ?

ম। না কিছু সন্ধান পাইনি। আশা করি ইয়াকুব এখনি কাসেমকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

রো। বোধ হয় আপনি ভাল করে খোঁজ করেন নি।

ম। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

রো। আপনি বোধ হয় কখন কাহাকে ভালবাসেন নি, তাই জানেন না, আমার মত অবস্থায় পড়লে কি রকম ভাবনা হয়।

ম। আমি ভাল বেসেছি, আপনার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু কি করি, এত চেষ্টা করেও কাশেমের সন্ধান পেলুম না।

রো। ঐ বুঝি ইয়াকুব সাহেব কাশেমকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ছেন। যাই কাশেমকে চম্‌কে দেবার জন্য আমি একটু আড়ালে থাকি।

(প্রস্থান)

ইয়াকুব ও কাশেম।

কা। ইয়াকুব সাহেব আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। মেহের আমায় ভালবাস্‌বে, আর আমার সন্ধান করবার জন্য আপনাকে পাঠাবে, এ অসম্ভব কথা। নিশ্চয় আপনার ভুল হ'য়েছে।

ই। ভাল এখনি টের পাবে ভুল কি না। মহম্মদ ইয়ুফ মেহের কোথায় গেল।

ম। বোধ হয় ঐ ঘরে।

কা। তবে বোধ হয় মেহের তার পেয়ারের লোকের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে আমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছে।

ই। আরে না, না, সে সব কিছুই নয়! সে তোমাকেই চায় আর কাউকে চায় না। আমি ত প্রথমে মনে করে-ছিলুম আমাকেই চায় কিন্তু পরে জান্‌লুম তা নয়। তুমি ত আচ্ছা আহাম্মক একজন সুন্দরী মেয়েমানুষ যেচে তোমায় চাইছে, আর তুমি কি না রাজি হ'চ্ছ না! কি বোকা!

কা। সে আমায় চাইলে কি হ'বে আমি যে তাকে চাইনে। আমি যে তাকে মোটে ভাল বাসিনি।

ই। তা বাস্‌বে কেন, তুমি রোশেনাকে ভালবাস। কিন্তু তোমায় সাফ বলে দিলুম্, রোশেনার আশা ছাড়, সে দিকে তোমার কোনও সুবিধে হবে না। যাকে পাচ্চ তাকে নিয়ে নাও।

কা। তুমি কি বল্‌তে চাও আমি নিমকহারামি ক'রে দোস্তকে ফাঁকি দেবো? আমার দোস্ত যে মেহেরের জন্য পাগল।

ই। আরে রেখে দাও দোস্ত! না হয় সে মেহেরের জন্য পাগল; মেহের ত আর তার জন্য পাগল নয়? নিজের সুবিধে আগে, তার পর দোস্ত। আর ফাঁকিই বা কি? তুমি ত আর মেহেরকে কেড়ে নিতে যাচ্চ না, সে আপনা

হ'তে আস্‌ছে আস্‌তে দাও না। চল এখন, ঐ ঘরে মেহের আছে, তা'র সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে তা'কে ঠাণ্ডা করগে।

(দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক কাসেমকে পরবর্ত্তী ঘরে ধাক্কা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দ্বার বন্ধ করণ।)

ই। মহম্মদ্ ইসুফ্ বড় মজা হ'য়েছে, কাসেম যাবে কোথা? ঠিক্ মেহেরকে তা'র ঘাড়ে গছিয়ে দেবো। তা হ'লে রোশেনাকে পেতে আর ভাবনা থাক্‌বে না। রোশেনার অনেক টাকা, ইয়াকুব কি সে লোভ সাম্‌লাতে পারে? কি বুদ্ধি খাটিয়ে কাসেমকে ভাগান গেছে, বাহবা সাবাস্ ইয়াকুব। মহম্মদ ইসুফ, একবার বল সাবাস্! কিন্তু থামো আড়াল থেকে দেখি কাসেম কি করে। (দরজা ঈষৎ ফাঁক্ করিয়া) মহম্মদ্ ইসুফ্ ঐ দেখ কাসেম হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছে, যেন ভ্যাবা চাকা লেগে গেছে। ঐ যে মেহের তা'কে আদর করছে, বাঃ বাঃ কাসেম, ও কি? তোমার দোস্তি কোথা গেল? সুন্দরী মেয়ে মানুষ পেলে দোস্তি বা নেমকহারামি জ্ঞান বড় একটা অনেকের থাকে না।

ম। দু'জনে খুব হাস্‌ছে।

ই। বোধ হয় কাসেম তা'র দোস্ত রহিমের অবস্থা ভেবে হাস্‌ছে। আহা রহিমকে দু'জনে খুব ফাঁকি দিলে যা'হোক্। বাঃ দু'জনে এরি মধ্যে খুব ভাব হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি। মহম্মদ্ ইসুফ, কাসেম ফাঁদে পড়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ। ইয়াকুবের কি সামান্য বুদ্ধি, দেখ্‌লে ইসুফ্ ছোট চোক হ'লে কত বুদ্ধি হয়। সাবাস্ ইয়াকুব বহুত

আচ্ছা। এ কি সামান্য মাথা, এর ভেতর কি কম বুদ্ধি খেলে।

ম। কে বাহিরে ডাকৃছে দেখে আসি।

(প্রস্থান)

কাসেম ও রোশেনার প্রবেশ।

কা। ইয়াকুব সাহেব, আমি অনেক করে' মেহেরকে বোঝা-লেম সে কিছুতেই বোঝে না। কি করি কাযেই আমি তা'কে সাধি কর্‌তে রাজি আছি। আর আমি রোশে-নাকে চাইনে, আপনি সচ্ছন্দে তা'কে সাধি করতে পারেন।

ই। বুদ্ধিমানের মত কাযই করেছ, বেশ! দোস্তকে ঠকাবার জন্য দুঃখিত হওনা। প্রেমে পড়লে হয়না এমন কাযই নেই। কি বল মেহের বিবি?

রো। ঠিক্ ত।

ই। রহিম যদি ফাঁকে পড়ে সে তা'র নিজের দোষ, তা'র বুদ্ধি নেই কেন? কই আমাকে কোন মিঞা ফাঁকি দিক্ দেখি একবার? ইয়াকুবের সঙ্গে, বাবা, কারো চালাকি খাট্‌বে না। এই যে মাথা এ যে সে মাথা নয়। কাসেম, তোমার কপাল ভাল, ফাঁকি দিয়ে এমন স্ত্রী পেলে।

কা। কি করি যা' পেলুম তা'তেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল।

ই। ঠিক্ কথা, রোশেনাকে যখন পাবার সম্ভাবনা নেই, তখন আর তা'র জন্যে দুঃখ কর্‌লে কি হবে?

কা। না দুঃখ করিনি—তবে—

ই। রোশেনার টাকার জন্যে একটু লোভ হয়, না?

কা। কিছু মাত্র না।

ই। আল্লা কসম্?

কা। আল্লা কসম্।

ই। যা'ক্ তবে আর আমার কোনও ভাবনা নেই। তবে একটা কথা বলি শোন। আজ রাত্রে আমি রোশেনাকে নিয়ে পালাব।

রো। সে কি?

ই। হ্যাঁ, সে বলেছে বাপ্‌কে লুকিয়ে না হ'লে সাধি করবে না। আমি পালাবার সব বন্দোবস্ত করে' রেখেছি।

রো। বলেন কি? রোশেনার বাপ্ কিছুই জান্‌তে পারবে না?

ই। কিছু না। তবে আর ইয়াকুবের বুদ্ধি কি!

কা। বেশ বেশ আপনার মত চতুর লোক দেখা যায় না।

ই। শিয়ালের চেয়ে। কি বল?

কা। তা' আর একবার ক'রে বল্‌তে।

ই। আচ্ছা বুড়ো মামুদ আলি যখন টের পাবে, তখন কি করবে বল দেখি? বড় মজা হ'বে, না?

রো। মজা বলে মজা? খুব, খুব।

মহম্মদ ইসুফের প্রবেশ।

রো। খাঁ সাহেব আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন আর একটু কর্‌তে হ'বে।

ম। কষ্ট আর কি, কি কর্‌তে হ'বে বলুন?

রো। এই আমার এক ফুফু আছে সেইখানে আস্রায় রেখে আস্‌তে হ'বে।

কা। কেন মেহের তুমি আবার আমায় ছেড়ে যা'বে কেন?

রো। কাসেম আমি আপাততঃ সেখানে গিয়ে থাক্‌বো। সেখান থেকে বাবাকে সব খুলে চিঠি লিখ্‌বো, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁ'র দয়া হ'তে পারে। এখন আমার সঙ্গে তোমায় কেউ দেখ্‌তে না পায়।

কা। তোমার বাপের যে দয়া হ'বে তা' বোধ হয় না।

রো। দেখা যা'ক্ কি হয়? তুমি সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। সব বুঝিয়ে বোল্‌বো।

কা। ভাল, তোমার যা' ইচ্ছা।

গীত।

কা। এলে যদি পুনঃ কেন যেতে চাও,
অধীনেরে আঁখিনীরে কেন ভাসাও।
রো। যেতে নাহি সরে প্রাণ, তুমি যে প্রাণের প্রাণ
জীবন যৌবন দিছি আর কিবা চাও।
কা। চাহি সদা নিরখিতে, তাপিত হৃদে রাখিতে,
ধরা দিয়ে কাঁদাইয়ে, কেন পুনঃ যাও।
রো। যাচিয়ে দিয়েছি ধরা, হয়েছি আপনহারা,
তিলেক বিচ্ছেদ তরে কেন দুঃখ পাও॥

(প্রস্থান)

ই। (মহম্মদের প্রতি) কাসেমটা কি বোকা, কেমন সহজে তা'কে বুঝিয়ে দিলুম, আর সেও বেমালুম বুঝে গেল। একেই বলে বুদ্ধি!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মামুদ আলির কক্ষ।

মামুদ আলি ও একজন ভৃত্য।

মা। তাজ্জব কি বাত! রোশেনা ইয়াকুবের সঙ্গে পালিয়েছে! যা'র সঙ্গে আমি তা'র সাধির ঠিক্ করেছি, তা'র সঙ্গে আবার পালাবার দরকার কি? অসম্ভব কথা।

ভৃ। বাঁদী বল্লে আপনার অনুমতিতে রোশেনা বিবি ও ইয়াকুব সাহেব বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, তা'র পর দেখা গেল খিড়কির দরজা খোলা, রোশেনা বিবিও নাই, ইয়াকুব সাহেবও নাই।

মা। আচ্ছা এখন যা'। কি আশ্চর্য্য আমিত কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না, এর ভেতর নিশ্চয় কিছু আছে।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(এক পত্র হস্তে ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভৃ। ইয়াকুব সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

মা। দেখা যাক্ এই চিঠি পড়লেই সব বোঝা যা'বে এখন।

(পত্রপাঠ)

"মামুদ্ আলি সাহেব,

রোশেনার সহিত আমার পালাবার কথা শুনে আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়ে থাক্‌বেন।" আশ্চর্য্য বলে, একেবারে তাক-লেগে গেছে। "প্রথম সাক্ষাতেই আমি রোশেনার মন পাই।" বাঃ রে ইয়াকুব। "কিন্তু রোশেনা প্রতিজ্ঞা করে' ছিল যে আপনার হাত হ'তে সে স্বামী গ্রহণ করবে না, তাই তা'র খেয়াল বজায় রাখ্‌বার জন্য বাধ্য হ'য়ে আমাদের পালিয়ে আস্‌তে হ'য়েছে।" বটে, এমন ধারা? "আমরা শিগ্‌গির্ গিয়ে আপনার পায়ে পড়্‌বো, আশা করি আপনিও আপনার জামা-ইকে মাপ্ করবেন।"

আপনার জামাতা ইয়াকুব খাঁ।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, রোশেনার এ কি অদ্ভুত খেয়াল। তা'কে জিনে পেয়েছে। সে বলেছিল ইয়াকুবকে সাধি করবার আগে সে মরবে, এখন কি না সেই ইয়াকুবের সঙ্গে পালাল! হাঃ হাঃ হাঃ, এ মন্দ তামাসা নয়। যা'হো'ক্ আমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে, রোশেনা যে কাসেমকে ছেড়ে ইয়াকুবকে সাধি করেচে, তাতেই খুসী, তা' পালাক আর যাই করুক।

(আর একখানা পত্র লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃত্য। একটা লোক এই চিঠি নিয়ে এসেছে, বল্লে রোশেনা বিবির কাছ থেকে এসেছে।

(প্রস্থান)

মা। রোশেনার হাতের লেখাই বটে। সেও ঐ কথাই লিখ্‌বে।

দু'জনের লেখবার কিছু দরকার ছিল না, দেখি রোশেনা কি বলে।

বাবা, "আমি যে অন্যায় কায করেছি, কি বলে' তা'র জন্যে মাপ চাইব জানিনা।" আর মাপ চাইবার দরকার নেই, আমি আগে থাক্‌তে মাপ্‌ করেছি। "কি উদ্দেশ্যে যে এমন কায করেছি কোন্‌ লজ্জায় আর সে কথা আপনাকে বলি।" উদ্দেশ্য ত ইয়াকুব বলেছে, তা'র জন্য আর লজ্জা কি? "অন্যায় ব্যবহার কল্লে আমার যেমন প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়, আবার দয়া প্রকাশ কর্‌লে আমার মন তেমনি একেবারে গলে যায়।" ওঃ বুঝেছি কাসেম অন্যায় ব্যবহার করেছিল তাই ইয়াকুবের দয়াতে রোশেনার মন এত সহজে গলে গেছিলো। আর তাই কাসেমের উপর প্রতিশোধ নৈবার জন্যই রোশেনা এ কায করেছে। এত স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে।" আমি এখনও সাধি করি নি, যদিও যে আমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসে সে সাধি করবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত।" হাঁ ইয়াকুব রোশেনাকে খুব ভালবাসে বটে, সাধি করবার জন্য ব্যস্তও বটে। "আপনার অনুমতি পেলেই আমি সাধি করে' সুখী হই।"

আপনার স্নেহের

রোশেনা।

আমার অনুমতি? তা'র জন্য ভাবনা নেই, এখনি অনুমতি দিয়ে রোশেনার ভাবনা দূর করি। কিন্তু তা'র খেয়ালের

কথা শুনে হাসি পায়। হাঃ হাঃ হাঃ, রোশেনার এখনও ছেলেমানসি যায় নি। ওরে হোথা কে আছিস্—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। হুজুর!

মা। দেখ্ যে লোক এই চিঠি এনেছে তা'কে একটু বস্‌তে বল্‌গে যা, জবাব নিয়ে যা'বে। আর দেখ্ আজ রাত্রিরে ৫।৭ জনের খাবার বন্দোবস্ত কর্‌বি, দেখিস্ যেন কোনও জিনিষ খারাপ হয় না। আর নাচ গানের জন্য জন কতক ভাল বাইজি ঠিক্ করে' রাখ্‌বি। আজ বড় ফূর্ত্তির দিন। আহা রোশেনার মা যদি বেঁচে থাক্‌তো!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

রহিম ও সমরু।

র। সে কি কোনও সন্ধান পেলিনি? কোথায় গেছে তা'ও সন্ধান কত্তে পাচ্চিস্ নি?

স। আজ্ঞে আমিত আর গণক্‌কার নই, তবে সব লোকের মুখে জান্‌লেম যে সে পালিয়েছে, তা'র বাপ আস্‌গার আলিও তা'র অনেক সন্ধান কর্‌ছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তা'র কোনও ঠিকানা হয় নি।

র। ঠিকানা হয় নি কি, পাজি বদ্‌মাস্ তুই নিশ্চয়ই কোনও

খোঁজ করিস্ নি। আহা মেহের তুমি আমায় কাঁদিয়ে কোথা গেলে।

স। (স্বগত) বা এ মন্দ নয়, সে কা'র সঙ্গে পালাল আমি হলুম্ বদ্মান্। নিরীহ গরীব বেচারাদের ওপরই লোকের যত রোক্।

র। বল্ বেটা বদ্মাস্, ঠিক্ করে' বল, মেহের কোথা গেছে।

স। আজ্ঞে, আমি কি করে' বল্বো। শুন্ছি ত পালিয়ে গেছে, কোথায় গেছে আমায় ত আর বলে যায় নি। কেউ বলে গলায় দড়ি দিয়েছে, কেউ বলে কাসেমের সঙ্গে পালিয়েছে।

র। চোপ্ মিথ্যাবাদী ও কথা কেউ বলে নি।

স। তবে আমার শুন্তে ভুল হ'য়ে থাক্বে। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি আজ কাল একটু চোকে কম দেখি কিনা, তাই শোনবার ভুল হ'য়ে থাকবে।

র। যা' ব্যাটা আমার সাম্নে থেকে দূর হ, যতক্ষণ না মেহেরের খোঁজ আন্তে পার্বি, ততক্ষণ তোর মুখ দেখ্বো না।

স। (স্বগত) ভ্যালা যাহোক্, বলি মেহের ছাড়া কি আর মেয়েমানুষ নেই।

(প্রস্থান)

ইয়াকুবের প্রবেশ।

ই। যা'হোক্ এখন এদিককার সব ঠিক! কাসেম মেহেরকে সাধি করুক আর নাই করুক, আর তা'কে ভয় নেই।

র। কি? কি? মেহেরের কথা কি বল্‌ছিলে?

ই। আরে কেও, রহিম নাকি, ভাল, ভাল! তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'বে তা' কে ভেবে ছিল।

র। মেহেরের কথা কি বল্‌ছিলে বল।

ই। বল্‌ছি। আজ সকালে যখন আমি আস্‌ছিলুম, পথে এক খোব্‌সুরৎ মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা হয়। সে তা'র নাম বল্লে মেহেরউন্নিসা, আর আমার আশ্রয় চাইলে।

র। কি রকম ?

ই। সে বল্লে তা'র বাপ্‌ আস্‌গার আলির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, একটা ছোঁড়ার জন্য সে একায করেছে।

র। বল কি ? সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে ?

ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজের মুখে নয় ত কি আমার মুখে। কিন্তু বল্লে ছোঁড়াটা তা'র পালাবার কথা মোটেই জানে না।

র। (স্বগত) তা জানিনি বটে। মেহের তুমি আমার জন্যই এসেছ তা'তে সন্দেহ নেই, আমায় জানিয়ে এলেই ত হ'ত ? যাহোক্‌ আমার মত সুখী আর কে আছে ? (প্রকাশ্যে) তা'র পর ?

ই। তা'র পর সে সেই ছোঁড়াটার খোঁজ করবার জন্য আমায় কত করে' বল্লে, আর খোঁজ পেলে সঙ্গে করে' তা'র কাছে নিয়ে যেতে বল্লে।

র। চল, চল, শিগ্‌গির চল, আর দেরি করো না।

(ইয়াকুবকে টানাটানি)

ই। আরে কি আপদ্‌ যা'ব কোথায় ?

র। কেন ? কেন ? আরও কিছু আছে না কি ?

ই। আছে বৈকি, সবটাই আগে শোন।

র। বল বল।

ই। তার পীড়াপীড়িতে আমার দয়া হ'ল, আমিও তা'র কথা রাখ্‌লেম।

র। তা'কে কোথায় রেখে এলে ?

ই। বল্লুম না তা'র কথা রাখ্‌লুম, অর্থাৎ সেই ছোঁড়াটার কাছে তা'কে দিয়ে এলুম।

র। ইয়াকুব তুমি তামাসা কর্‌ছো। কই আমার কাছে আবার তা'কে কখন নিয়ে এলে ?

ই। আরে তোমার কাছে কেন ? কাসেমের কাছে, সে কাসেমকে চায়, কাসেমের কাছে নিয়ে যেতে বল্লে, আমিও তাই কল্লুম।

র। (স্বগত) সে কি ? যা' ভেবেছি তাই ? নিমকহারামি ? (প্রকাশ্যে) কাসেম ? মেহের কাসেমকে চায় ?

ই। হ্যাঁ গো, কাসেম। মজা হচ্চে এই, কাসেম প্রথমে তা'কে নিতে রাজি হয় নি। দোস্তির কথা বল্লে, নেমক্‌হারামির কথা বল্লে, আমি জল বুঝিয়ে দিলুম, কোনও দোষ নেই, ভালবাসায় কোনও নেমকহারামি হয় না, দোস্ত জাহান্নমে যা'ক্, তা'র জন্যে অত মাথাব্যথা কেন ? খোব্‌সুরৎ মেয়েমানুষ অমনি অমনি পাচ্চে, এই তা'র নসীবের জোর।

র। বটে, তুমি তা'কে এই রকম বোঝালে ?

ই। হ্যাঁ আমি বোঝাতে তবে ত সে রাজি হ'ল। দোস্ত এখন যাক্ গলায় দড়ি দিয়ে মরুগ গে।

র। (স্বগত) আমি এখান থেকে যাই, রাগে আমার গা কাঁপছে, এখনি কি এক কাণ্ড করে বস্‌বো।

ই। রহিম দাঁড়াও, দাঁড়াও, আসল মজার কথাটা শুনে যাও।

র। তোমার মজার কথা আর শুন্‌তে চাইনি, তুমি জাঁহান্নমে যাও।

ই। সে কি ? তুমি অমন হ'য়ে গেলে কেন ? আমি কোথা ভাবলুম তুমি শুনে খুব খুসী হ'বে—

র। তোমার মাথা হ'বে, তোমার মুণ্ড হ'বে, জীয়ন্ত কবর দিলে তবে রাগ যায়।

ই। সে কি ? তুমি মেহেরকে ভালবাস না কি ? নিশ্চয় বাস না হ'লে অমন কর্‌বে কেন ? হাঃ হাঃ হাঃ, এ ত আর এক মজা মন্দ নয়।

র। (ঘাড় ধরিয়া) তবেরে পাজি, হাঁসি ? কিন্তু তোর মত গোলাম ছুঁচোকে শাস্তি দিলে কোনও পৌরুষ নেই।

ই। উহু গেলুম, মলুম, বাপ্, ভগ্নীপতি বলে কি এই রকম ঠাট্টা করতে হয় ? ছাড় ছাড়, গেলুম—

র। বল পাজি, বদ্‌মাস, বল্ তা'রা কোথায় গেছে, নয়ত তোকে মেরেই ফেল্‌বো—

(ছোরা বাহির)

ই। ওরে বাবা ও কি ও, রহিম রাগ থামাও আমি সব বল্‌ছি।

র। বল শিগ্‌গির বল্।

ই। বল্‌ছি, আগে ছোরাখানা ফেলে দাও দেখি, ছোরা দেখলেই আমার জিব শুকিয়ে যা'বে আর কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বো না। আগে ওখানা ফেল।

র। সব ঠিক্ বল্, আমি তোর কোনও অনিষ্ট করব না।

ই। হ্যাঁ তা' ত জানি, ভগ্নীপতির কোনও অনিষ্ট কর্‌বে না, তুমি সে রকম শালাই নও। তবে কি জান, ওখানা দেখ্‌লেই হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়।

র। তবে তুই বল্‌বি নি?

ই। বল্‌ছি বল্‌ছি, সব ঠিক্ ঠাক্ বল্‌ছি। ছোরা হাতে করে' শোন্‌বার দরকার কি? ওখানা ফেলেই দাও না কেন?

র। আচ্ছা নে, এই রেখে দিলুম্, এখন বল্।

ই। আমার বোধ হয় তা'রা মেহেরের এক ফুফু আছে সেই-খানে গেছে। আবার ছোরায় হাত দিচ্চ কেন? হাঁসপাতালের কাছে যে গলি আছে, সেই গলিতে যে এক মস্‌জিদ আছে সেইখানে তার ফুফুর বাড়ি, নাম ফতেমা বিবি। আমি নিজে সে জায়গা কখনো দেখিনি, তবে ঠিকানাটা জানি।

র। ঠিক বল্‌ছিস্ ত?

ই। আল্লা কসম্। আমি কি আর মিথ্যে বল্‌ছি? আমার কি প্রাণের ভয় নেই? বিশেষতঃ তোমার মত শালার কাছে।

র। আচ্ছা যা' তোকে কিছু ব'ল্‌বো না। যে নেমক-হারাম দোস্ত এই কায করেছে তা'কে শাস্তি দিতে হ'বে।

ই। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ কথা, তা'কে মেরে ফেল, কেটে ফেল, তা' হ'লে সে জব্দ হ'বে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাবে।

র। কিন্তু মেহেরকে কিছু বলা হ'বে না, সে বড় কপট তা'র

ওপর রাগ করায় কোনও লাভ নেই, সে আমার যোগ্যই নয়।

ই। তা' ত নয়ই, সে কি কখন তোমার যুগ্যি হ'তে পারে?

র। মিথ্যা কথা! আমার ত আমার, মেহের বাদসার বেগম হ'বার উপযুক্ত।

ই। হাঁ্যা তা ঠিক্, বাদ্সারই উপযুক্ত, যে সে লোকের কি অমন নসীব হয়? যা'হোক, সে তোমার হাতছাড়া হ'ল বলে তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়।

র। পাজি, আমার জন্য দুঃখ? তোকে আর দোস্তি জানাতে হ'বে না।

ই। না, না, কিছু মাত্র দুঃখ নয়, আল্লা কসম্, তোমার জন্য আমার একটু ও দুঃখ হয় না।

র। যা' যা', এখান থেকে চলে যা', আর আমায় রাগাস্ নি, তুই নেহাত আমার অযোগ্য বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলি।

ই। (স্বগত) তোমার মত শালার অযোগ্য যেন জন্ম জন্ম হই। (প্রকাশ্যে) তবে রহিম আমি এখন চল্লুম। (স্বগত) শালা কি গোঁয়ার, প্রাণটা আর একটু হ'লেই গেছ্‌লো আর কি, ওঃ ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

(দুই দিকে দুইজনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

মেহের ও রোশেনা।

রো। আচ্ছা মেহের সত্যি সত্যি কি তুমি ইচ্ছে কর যে আমার ভাই তোমাকে খুঁজে না পায়?

মে। তোমার ভাই বড় বেয়াদব, কিন্তু সে রাত্রে যদি অমন ক'রে আমার ঘরে না ঢুক্‌তো, তা' হ'লে ত আমার এত রাগ হ'ত না—

রো। মেহের, ভালবাসার রাগ কতক্ষণ থাকে?

গীত।

মিছে কর ভাণ বৃথা অভিমান ছলনা
যারে চায় প্রাণ তার প্রতি মান সাজেনা।
মনেরে শাশন বৃথা, প্রাণের পিয়াসা যথা,
অনুতাপে অভিমান ভেসে যাবে রবেনা।
ম্লান আঁখি প্রাণসখি জানাবে লো বেদনা।

মে। সত্যি কথা বল্‌তে কি রোশেনা, এখন আর আমার রাগ নেই, এখন যদি তোমার ভাই আসে তা' হ'লে আমি তা'র সব দোষ মাপ্‌ করি।

গীত।

নাই এবে আর পোড়া অভিমান,
পায়ে ধরে সাধি, পাই এবে যদি প্রাণ ধন।
এসেছিল প্রেম আশে, বাঁদাইনু সে প্রাণেশে,

কাঁদিতে হ'তেছে মোরে এবে অনুক্ষণ।
পাইলে তা'রে এবার, সাধিয়ে চরণে তা'র,
সঁপি জনমের মত জীবন যৌবন।

মে। রোশেনা, ঐ তোমার কাসেম ফিরে এল, আমি আর এখানে থেকে তোমাদের সুখে বাধা দেবো না। (স্বগত) হায় আমার রহিমও যদি আস্‌তো—

(প্রস্থান)

কাসেমের প্রবেশ।

কা। রোশেনা, তোমার বাপের কাছ থেকে কোন খবর পেলে কি ?

রো। না, এখনও লোক ফিরে আসে নি।

কা। রোশেনা, তোমার বাপের যে দয়া হ'বে তা' ত আমার কোনও মতেই বিশ্বাস হয় না। তবে আর সাধি করতে বিলম্ব করবার দরকার কি ?

রো। কাসেম, বাবাকে চটালে চল্‌বে না। তোমার অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, তুমি আমায় খুব ভালবাস জানি, কিন্তু যদি কষ্টে দিন কাটাতে হয় তা' হলে ভালবাসাও তেমন থাকে না, সংসারে অভাব থাক্‌লে ভালবাসারও ক্রমে অভাব হয়।

গীত।

কা। তোমা হেন নিধি আছে যা'র
বল কিসের অভাব তার।
তুমি এ হৃদয় রাণী, তোমা বিনা নাহি জানি
রাজার অধিক ধনী তুমি লো যাহার।

একটি চুম্বন দাও, সকল দুঃখ ঘুচাও
শত রাজ্য রহিয়াছে অধরে তোমার ॥

পত্রহস্তে একজন দাসীর প্রবেশ।

রো। বোধ হয় বাবার চিঠি।

কা। রোশেনা, নিশ্চয় বল্লুম তোমার বাপ্ খুব চটে গেছেন আর কতকগুলা গাল্ দিয়েছেন।

রো। দেখা যাক্————(পত্র পাঠ)

রোশেনা, আমি সম্পূর্ণ অনুমতি দিলাম, যা'কে সাধি কর্‌বার জন্য তোমার এ খেয়াল গেছে, সচ্ছন্দে তা'কে সাধি করতে পার, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বাড়ি ফিরে এস। আজ তোমার বাপের বড় ফুর্ত্তি।

কা। রোশেনা তুমি ঠাট্টা করছো?

রো। আচ্ছা এই পড়।

কা। (পত্র পাঠ করিয়া) তাইত, এ কি কোনও ভুল হল নাকি? না তাও নয়। হয় ত কোনও কৌশল, যা' হোক তা'তে আমাদের দরকার নেই। রোশেনা আর ত এখন সাধি করতে আপত্তি নেই?

রো। না, কিন্তু বাবার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত নয় কি?

কা। তা' ত যাবই, আগে এখান থেকে সাধিটা হ'য়ে যা'ক তা'হ'লে আর কোনও গোল থাক্‌বে না।

রো। বেশ, তা'র আয়োজন করিগে চল।

গীত।

কা। দিল্ মজ্‌গুল্ আজি শুনো পিয়ারী
তুহুঁ মেরা জান, মায়তো তুম্‌হারি ॥

রো। তুম্‌সে হামসে্ মিলন কর্‌সে,
আঁখিসে আঁখিসে মিলন যবসে,
তুহ মেরি চাঁদ পিয়া মায়তো চকোরী।
উভয়ে। দিল্ লেকে দিল্‌মে দিয়া দাগাদারি।
কা। তুয়া লাগি সারি রাত গুজারি,
বহুত দুখ পায়া শুনো পিয়ারী
তুহুঁ মেরি জান মায়তো তুম্‌হারি।
উভয়ে। দিয়া দাগাদারি তোম জান্ কিয়ে চোরি॥
(প্রস্থান)

মেহেরের পুনঃপ্রবেশ।

মে। ঐ রোশেনা আর কাসেম যাচ্চে, আহা ওরা কত সুখী। আর আমি? আমি একলা হেথা রইলুম, এ পর্য্যন্ত রহিমের কোনও সন্ধান পেলুম না। বাড়ি ফিরে যাবার ত পথও নেই, কি করি। আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে?

গীত।

কে আছে দুঃখিনী আমা সম আর,
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, কোথা সে আমার।
কোথা পাব তা'রি দেখা, কেমনে থাকি গো একা,
দয়া করে প্রাণ সখা এস একবার।

ও কে এদিকে আসে? রহিমের মত দেখ্‌ছি যে! না, রহিম কেমন ক'রে হেথা আস্‌বে, সে কেমন ক'রে জান্‌বে আমি হেথায় আছি। না, না, রহিমই ত বটে। বড় ব্যস্ত দেখ্‌ছি যে। আমি এখন ধরা দেবো না, মুখটা একটু ঢাকি।

রহিমের প্রবেশ।

র। হ্যাঁ ঐ বুঝি তা'রা যাচ্চে, ইয়াকুব ঠিক্ই বলেছে।

(যাইতে উদ্যত)

মে। (বাধা দিয়া) জনাব আপনার এখানে কি দরকার?

র। যাই হোক না কেন? ঐ যে ওরা দাড়িয়ে, হাঁ মেহেরই ত বটে, কি শয়তান! কি কপট! উঃ!

মে। (স্বগত) ওঃ বুঝেছি, রহিম ভুল বুঝে হিংসেয় জ্বলে যা'চ্চে। তা'র হিংসে দেখে আমার বড় আমোদ হচ্চে।

র। যা'তে না কেউ চিন্‌তে পারে এমন ক'রে সাজা হ'য়েছে, কিন্তু আমার চোকে ধূলো দেবার যো নেই, আমি মেহেরকে খুব ভালরকম জানি।

মে। (স্বগত) তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্চি, কি চোক রে, ইচ্ছে কচ্চে চোকে আঙ্গুল দিয়ে রহিমের ভুল দেখিয়ে দিই। (প্রকাশ্যে) বলি জনাব—

র। চুপ্, আমায় বিরক্ত ক'রো না। ওঃ, মেহের কাসেমের গলা জড়িয়ে রয়েছে। মেয়ে মানুষ কি নিমকহারাম!

মে। জনাব আপনি এখানে কা'কে চান?

র। যা'কেই হ'ক না, তোমাকে নয় একথা ঠিক, তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? ভাল কথা, আচ্ছা ঐ যে মেয়ে মানুষটি রয়েছে, ওর নাম কি মেহেরউন্নিসা নয়? ও কি এতক্ষণ তোমার কাছে ছিল না?

মে। মেহেরউন্নিসা এখনও এ বাগা'নর বাহিরে যায় নি।

র। আমি ত ঠিক্ ঠাউরেছি। আচ্ছা তা'র সঙ্গে ঐ যে একটা ছোঁড়া রয়েছে, ওর নাম কি কাসেম্ নয়?

মে। হ্যাঁ কাসেম বটে।

র। তা'দের সাধি হয়ে গেছে বোধ হয়?

মে। এখনও হয় নি, শীগ্‌গির হবে বটে।

র। এই হওয়াচ্ছি, নেমকহারাম কাসেমকে দেখে নিচ্চি।

(প্রস্থান)

মে। (ওড়না উন্মোচন করিয়া) আমি জান্‌তেম্ হিংসে হ'লে লোকের বুদ্ধি আর চোক তীক্ষ্ণ হয়, আমি দেখছি আমার রহিমের চোক একেবারে কানা হ'য়ে গেছে। আচ্ছা চোকই যেন গেছে, গলার স্বরেও ত বুঝ্‌তে পারলে না! একে কি ভালবাসা বলে? আচ্ছা এই নিয়ে রহিমকে রোজ রোজ খোঁটা দেবো এখন। দেখি আবার কোথা যায়।

গীত।

ধরিতে যাহারে চাই ধরা নাহি দেয়,
হৃদয় পিঞ্জরে কেন থাকিতে না চায়।
জংলা যতন চাহেনা, উড়িতে বাসনা
কাঁদায়ে ললনা কেন পলায়ে সে যায়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাস্তা।

কাসেম ও ইয়াকুব।

কা। ইয়াকুব তবে রোশেনার সঙ্গে তোমার সাধির সব ঠিক্ হ'য়ে গেছে ত?

ই। ঠিক্ কি, সাধি হ'য়ে গেছে, আর এখন কাকেও ভয় নেই। তোমাদের সাধির কি হ'ল ?

কা। সেও একরকম ঠিক্ হয়েছে, বড় বেশী দেরি নাই।

রোশেনার বেগে প্রবেশ।

রো। কাসেম, রহিম আমাদের সন্ধান কোথা থেকে জেনেছে, শুন্‌লেম ঐ বাগানে এসে, আমাদের নাকি খোঁজ করেছে।

ই। অ্যাঁ, রহিম ? কাদের খোঁজ কর্‌চে তোমাদের ? তবু ভাল আমার খোঁজ করেনি ত ?

কা। রোশেনা ভয় নাই, আমি তা'কে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো।

ই। উঁহুঁ তোমার সাধ্যি কি। আমার পরামর্শ শোন এখনি পালাও, যদি পায়ের জোর দেখাতে পার তবেই মাথা বাঁচ্‌বে, সে বিষম গোঁয়ার, জানি সে তোমায় কাট্‌তে আস্‌ছে।

কা। কোনও ভয় নাই।

ই। ভরসাও নাই, যে পালায় সেই বুদ্ধিমান। থাক্‌তে হয় তোমরা থাক, আমি আর তা'র সামনে যাই, বাপ্ এখনো ঘাড়ের ব্যথা যায় নি।

(ইয়াকুবের পলায়ন, মুখ ঢাকিয়া রোশেনার অবস্থিতি)

(রহিমের প্রবেশ।)

র। এই যে এতক্ষণে তোমাদের দেখা পেলুম্।

কা। ভালই হল রহিম।

র। ভালই হ'ল ? নেমকহারাম, এই কি তোমার দোস্তি ?

কা। রহিম, তুমি অন্যায় গালি দিচ্চ, আমি নেমকহারাম নই।

আল্লা কসম্, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আস্‌বার পর তবে তা'র সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে, তা'র পালাবার কথা আগে আমি কিছুই জান্‌তেম না।

র। বাঃ কি চমৎকার ওজর। উনি কিছু জানতেন না, তবে যখন দেখ্‌লেন যে সুন্দরী মেয়ে মানুষ পাচ্চেন তখন আর দোস্তের অনিষ্ট করতে কোনও বাধা রইল না। আমি ইয়াকুবের কাছে সব শুনেছি। কিন্তু মনে করেছ যে আমি সহজে ছাড়বো তা' ছাড়বো না। এস তলওয়ার নিয়ে একটু খেলা করা যাক্, আর যদি প্রাণের ভয় থাকে পালাও।

কা। রহিম, তা'তে আমি পেছ্‌পাও নই, তাতেই যদি সন্তুষ্ট হও চল

রো। (কাসেমের প্রতি) কাসেম, আমার কথা শোন, রহিম বোধ হয় ভুল বুঝে থাক্‌বে, দাঁড়াও আমি তা'কে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করছি।

ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া মেহেরের প্রবেশ।

মে। এ কি তলওয়ার হাতে দুই বীর পুরুষ দাঁড়িয়ে কেন? ব্যাপার কি?

র। কাসেম, মেয়েদের আশ্রয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে চাও না কি?

কা। কাসেম তত ভীরু নয়। চল তোমার সাধ মেটাচ্চি।

(উভয়ের যাইতে উদ্যত)

(রোশেনা ও মেহের উভয়ে রহিমের দুই হাত ধরিয়া)

উভয়ে। কোথা যাও?

র। এ কি রোশেনা? তুমি এখানে কি ক'রে এলে? মেহেরও যে দেখ্‌ছি। আমি কাকে মেহের ভাবছিলুম।

মে। তোমার বোনকে। ছি নিজের বোন্‌কে সাধি করবার এত ইচ্ছে।

র। আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্চি নে।

মে। তা' পারবে কেন? আমায় তাড়িয়ে দিয়ে নিজের বোনের জন্য পাগল হ'য়ে ছিলে।

রো। মেহের রহিমের ভুল হয়েছিল। অতিরিক্ত ভালবাসা লোককে অন্ধ করে।

র। ব্যাপার কি বল দেখি মেহের? আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্চি না।

মে। ব্যাপার আর কি? তুমি নিজে মুখে বলেছ আমায় চাও না, মনে নেই? আমি যখন তোমায় জিজ্ঞেসা কল্লুম "জনাব আপনি হেথা কাকে চান?" জনাবের বলা হ'ল "যাকেই হ'ক না কেন, তোমাকে নয় এ কথা ঠিক্।" তোমার যে ভালবাসা তা বোঝা গেছে। হায় হায় কেন আমি তোমার ছলনায় ভুলে বাড়ি থেকে চলে এলুম! এখন কি ক'রে ফিরে যাব?

গীত।

মজিলাম কেন হায় শঠেরি ছলনে,
জলাঞ্জলি দিয়ে লাজে কুলশীল মানে।
প্রথমে ভুলায়ে ছন্দে, অবলারে মজাইলে
(এখন) দেখা হ'লে যাওহে সরে, চাওনা ফিরে
আমার পানে।

মিট্‌তোনাকো দেখে আশা, ভুলেছ সে ভালবাসা,
এখন তোমার গেছে নেশা প্রেম পিপাসা,
বাজ হানিলে প্রাণে।

র। মেহের আমায় মাপ্ কর, আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি।

মে। তা' পার্‌বে কেন, ভালবাস্‌লে পার্‌তে।

র। মেহের আর গঞ্জনা দিও না, মাপ কর। কাসেম তুমিও কিছু মনে ক'রো না।

কা। কিছু না, এমন মজার দিনে কিছু মনে ক'র্‌তে আছে? রহিম আজ দুজনেরই বড় আমোদের দিন।

গীত।

আজি মিলা তো নাগরী, ভুলা তো দুঃখ,
উজালা কিয়া দিল্ সো চাঁদ মুখ।
ঘুচা তো আঁধেরা, মিলা তো পিয়ারা,
বহুত সুখ আজি বহুত সুখ।

পঞ্চম দৃশ্য।

মামুদ আলির কক্ষ আলোকমালায় সজ্জিত।

মামুদ আলি, সমরু ও অন্যান্য ভৃত্যাগণ।

মা। দেখ্ তোরা সব আজ খুব আমোদ আহ্লাদ কর, আজ রোশেনার সাধি, বড় ফূর্ত্তির দিন।

(সমরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সমরু, তোর মনিব কোথায়? আজ এমন আমোদের দিন সে বাড়ি আস্‌বে না ?

স। বোধ হয় ত না, তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, আমি ভয়ে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি।

মা। ছোঁড়াটা উচ্ছন্নে গেছে, কোনও মেয়েমানুষের জন্যে ঘুর্‌ছে বোধ হয়। যা, যদি তা'র দেখা পাস্‌, ডেকে নিয়ে আসিস্‌।

(সমরুর প্রস্থান)

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। ইয়াকুব সাহেব আস্‌ছেন।

(প্রস্থান)

ইয়াকুবের প্রবেশ।

মা। এই যে ইয়াকুব, এস এস, আমি তোমাদের মাপ করেছি। রোশেনা কোথা ?

ই। বাহিরে আছে, আপনার সাম্‌নে আস্‌তে ভয় কচ্চে।

মা। যাও যাও শিগ্‌গির তা'কে নিয়ে এস, আমি ত তা'কে মাপ করেছি তবে ভয় কেন ?

ইয়াকুবের প্রস্থান ও কুল্‌সমের সহিত পুনঃ প্রবেশ।

কুলসম কর্ত্তৃক মামুদ আলির পদ ধারণ।

মা। ওঠ, ওঠ, রোশেনা পায়ে পড়বার দরকার নেই। (চম-কাইয়া) একি, এ আবার কে ?

ই। মামুদ আলি সাহেব এই না বল্লেন, আপনি রোশেনাকে মাপ্‌ করেছেন? আহা দেখুন ও লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে' রয়েছে।

মা। ইয়াকুব, এ যে আমার বাঁদী কুলসম্, রোশেনা কোথা?

ই। এই যে আপনার সাম্‌নে। রোশেনা লজ্জা ক'র না।

মা। ইয়াকুব তুমি বাঁদীকে সাধি ক'রেছ না কি?

কু। বাবা আমায় ত্যাগ কর্‌বেন না।

মা। বাবা, কে তোর বাবা? বেটির চেহারা যেমন মন্দ, স্পর্দ্ধাও তেমনি দেখি, আরে ম'লো যা।

ই। প্রাণের রোশেনা, তোমার সুন্দর হাত দু'খানি দিয়ে তোমার বাপের গলা জড়িয়ে ধর, তাঁ'র নিশ্চয় দয়া হ'বে, রাগ দূর হ'বে।

কু। (তথাকরণ) বাবা আমায় ক্ষমা কর।

মা। আরে মলো যা, খুন কল্লে, খুন কল্লে!

ভৃত্যগণের প্রবেশ।

ভৃত্যগণ। কি হয়েছে?

মা। ইয়াকুব কোথা থেকে এই শয়তান মাগীকে আমায় খুন করবার জন্য এনেছে, আর একটু হ'লেই আমায় গলা টিপে মেরে ফেল্‌তো।

ই। কি আশ্চর্য্য, মামুদ আলি সাহেব এত নিষ্ঠুর তা জানতেম না; নিজের মেয়েকে কিছুতেই মাপ্ করতে চান না!

রহিমসহ কাশেম ও রোশেনার প্রবেশ ও নতজানু ভাবে অবস্থিতি।

মা। এরা আবার কারা? কে তোমায় এখানে ডেকেছিল? কে তুমি?

কা। আমি এর স্বামী।

ই। হ্যাঁ তা' ঠিক্, আমি তা'র সাক্ষী। এরই নাম কাশেম। আর আমি যে আপনাকে বলেছিলেম কাশেমের ঘাড়ে

একটা মেয়েমানুষ গছিয়েছি, এই সেই মেয়েমানুষ, এরই নাম মেহের।

মা। কি আশ্চর্য্য, তুমি মাতাল হয়েছ, না তোমায় দানায় পেয়েছে, না পাগল হয়েছ? এযে আমার মেয়ে রৌশেনা!

ই। আপনি বোধ হয় মাতাল বা পাগল হ'য়েছেন। ও আপনার মেয়ে নয়, এই আপনার মেয়ে।

মা। কুল্‌সম্, বল্ এসব ব্যাপার কি? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

কু। মামুদ আলি সাহেব বল্‌বো আর কি, আপনার মেয়ের আর আমার পোষাক দেখেই ত সব বুঝতে পাচ্চেন?

ই। সে কি এ কি তবে রোশেনা নয়? এ আবার কি কথা শুনি? আমার যে তাক্ লেগে গেল।

কু। মামুদ আলি সাহেব, আপনি রাগের মাথায় আপনার মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখে ছিলেন। কাযেই আমায় রোশেনা সাজ্‌তে হ'ল।

ই। আল্লা, আল্লা! এ কোথাকার লোক, বাঁদীকে না তাড়িয়ে নিজের মেয়েকে তাড়ায়!

মা। আল্লা, আল্লা, এ কোথাকার লোক, আমার মেয়েকে সাধি না করে বাঁদীকে সাধি করে!

কু। যা'হোক মামুদ আলি সাহেব, আপনার কল্যাণে আমি এমন স্বামী পেয়েছি।

ই। যা' যা'-কে তোর স্বামী? মনে করেছিস্ নাকি এখন আর

আমি তোর স্বামী হ'ব? আমায় এই রকম ক'রে সকলে মিলে ঠকিয়েছে, আমায় যথেষ্ট অপমান করেছে!

কু। বেয়াকুব সাহেব, আপনাকে সকলে ঠকিয়েছে, না আপনি মামুদ আলি সাহেবকে আর কাশেমকে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকেছেন। মামুদ আলি সাহেব, এই বেয়াকুব আপনাকে ঠকাতে গেছ্‌লো, তাই ওর ঠিক শাস্তি হয়েছে।

মা। কি আমায় ঠকান? এত বড় সাহস?

রো। হ্যাঁ বাবা ও যে তোমায় ঠকাতে গেছ্‌লো আমিও তা'র সাক্ষী।

মা। বটে, তবে তোর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হ'য়েছে। যা এই বাঁদীকে নিয়ে ঘরে যা।

রো। কি ইয়াকুব সাহেব, আপনি না শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত্ত?

কা। ইয়াকুবের সঙ্গে কারো চালাকি খাটবে না, যে মাথা, ও যে সে লোক নয়।

মা। তোমরা ইয়াকুবের বুদ্ধির প্রশংসা কর না কি? কেমন সুন্দর মতলব করে ছিল? মেয়ে ত মেয়ে, এপর্য্যন্ত কোনও মরদও ইয়াকুবকে ঠকাতে পারে নি!

ই। কি তোমরা সকলে আমায় এই রকম ক'রে ঠকাবে, অপমান ক'রবে, মনে করেছ আমি সব স'য়ে যাব না কি? তা' কখনই নয়।

র। ইয়াকুব; তোমায় এক কথা বলি শোন, যা পেয়েছ তাতেই সন্তুষ্ট থাক, পরকে ঠকাতে গিয়ে নিজে যখন ঠকেছ তখন চুপ্‌চাপ থাকো, এ আহাম্মকি আর কাউকে জান্‌তে দিও না।

ই। আমি এত অপমান কখনই সহিতে পারবো না। মামুদ আলি তুমি যত নষ্টের গোড়া। আমি যখন তোমায় বল্লুম যে তোমার মেয়ে, বুড়ি, কুৎসিৎ, তখন কেন তুমি তোমার মেয়েকে আমায় দেখা'লে না ? তা' হ'লেই ত সব মিটে যেত ?

কু। কি আমি, বুড়ি, কুৎসিৎ ? মরি উনি কি যুবো খোপ্‌-সুরৎ! বল্‌তে লজ্জা হয় না, বেয়াকুব ?

মা। বেশ বলেছিস্‌ কুলসম্‌, বেয়াকুবই বটে, ইয়াকুব নয়।

র। দেখ বেয়াকুব বেশী গোল ক'রো না, এই দেখ্‌চো—

(তরবারি প্রদর্শন)

ই। (স্বগত) বাবা, আর নয়, ও শালা যে গোঁয়ার ও সব কর্ত্তে পারে। (প্রকাশ্যে) তোমাদের জ্বালায় আমি ফকির হ'য়ে মক্কায় চলে' যা'ব।

কু। পিয়া, আমায় ছেড়ে যা'বে কোথা, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়্‌চিনে।

ই। (স্বগত) আ মলো বেটি বলে কি, তা' হ'লেই ত গেছি। এখান থেকে পালানই ভাল, রহিম শালা যে গোঁয়ার ?

(পলায়ন)

কু। আরে বেয়াকুব সাহেব, যাও কোথা, দাঁড়াও দাঁড়াও।

(অনুসরণ)

(রহিমের প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রস্থান)

মা। রোশেনা, তুমি একে সত্যি সত্যি সাধি করেছ না কি ?

রো। হ্যাঁ বাবা তোমার অনুমতি পেয়ে আমরা সাধি করেছি।

মা। আমার অনুমতি ?

রো। হ্যাঁ তোমার, এই দেখ না।

(পত্র প্রদান)

মা। কাশেম, তুমিও প্রায় ইয়াকুবের মত জোচ্চোর। কৌশল ক'রে আমার মেয়েকে পেয়েছ বটে, কিন্তু জেনো রোশেনাকে যে বিষয় দেবো মনে করেছিলুম তা' আর পাচ্চনা।

কা। আমি রোশেনাকেই চাই তা'র বিষয় চাই না। আমার বিষয়ের আর দরকারও নেই, এই দেখুন এই চিঠি পড়ুন। (পত্র প্রদান) আমার চাচার বিষয় আমি পেয়েছি, তাতেই রোশেনাকে সুখে রাখ্‌তে পারবো আশা করি।

মা। আমি দেখ্‌ছিলুম তুমিও ইয়াকুবের মত বিষয়ের লোভে রোশেনাকে সাধি ক'রেছ কি না। দেখ্‌ছি তা' নয়। আমি তোমার ওপর খুব খুসী হ'য়েছি, তুমিই রোশেনার যোগ্য বটে। মনে ক'রোনা আমি বিষয় হ'তে তোমাদের বঞ্চিত ক'রবো—তোমরা যা'তে সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পার আমি তা'র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ক'রবো। এ বুড়ো ভুল বুঝ্‌লে একগুঁয়ে বটে, কিন্তু ভুল শুধ্‌রে দিলে আর একগুঁয়েমি থাকে না।

মেহেরকে সঙ্গে লইয়া রহিমের পুনঃপ্রবেশ।

এরা আবার কারা। রহিম দেখ্‌ছি যে? ও আবার কোথা থেকে একটা মেয়ে মানুষ ধ'রে এনেছে?

র। বাবা আমায় মাপ্‌ করুন, আমি আন্‌ওয়ার আলির মেয়ে মেহেরকে সাধি করেছি।

মা। আন্‌ওয়ার আলির মেয়ে? বাঃ রহিম বুদ্ধিমানের কাযই

করেছ, আসগার আলির ছেলে নেই, ওই এক মেয়ে, অথচ বিষয় অনেক। বেশ, বেশ, রহিম আমি খুব খুসী হলেম। আজ সত্যি সত্যিই খুব আমোদের দিন। আমি নিজে গিয়ে আস্‌গার আলিকে ডেকে আন্‌ছি।

(প্রস্থান।)

গায়িকাগণের প্রবেশ।

গীত।

মিলিল নাগরী নাগর সনে
মনসুখে রত দোঁহে প্রেম আলাপনে।
অধরে নয়নে হাসি, জানাইছে ভাব রাশি
ভাসিছে দুজনে হের প্রেম তুফানে।
আজি মধু মিলনে, বাঁধাবাধি প্রাণে প্রাণে,
রাখিতে থাকিতে চায় হৃদয়ে দুজনে।

কা। রহিম আজ বড় আনন্দের দিন, তুমি তোমার মেহেরকে পেয়েছ, আমি আমার রোশেনাকে পেয়েছি, বড় ফূর্ত্তির দিন। ইয়াকুব খাঁ থাক্‌লেই ভরপূর ফূর্ত্তি হ'ত, তা'রই কৃপায় আমি রোশেনাকে পেয়েছি।

রো। আমি কুলসম্‌কে বলেছিলুম ইয়াকুবের সঙ্গে তা'র সাধি দেবো, তা ইয়াকুব নিজেই তাকে আমায় ভেবে সাধি করেছে। কুল্‌সম্ তাকে আর ছাড়্‌চে না।

র। কাসেম, আজ বাস্তবিকই ফূর্ত্তির দিন। নাচওয়ালীরা, একটু নাচ গান হ'ক।

গীত।

আজি সুখ নিশি, হাসি ধরেনা মুখে,
হাসি ধরেনা ধরেনা ধরেনা মুখে।
যুগলে যুগলে, পড়িছে ঢলে
সোহাগে যুগলে যেতেছে গলে,
প্রাণের আবেগ খেলিছে চোকে,
হাসিছে ভাসিছে সবে মনসুখে।

যবনিকা পতন।

সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত

নূতন ধরণের নূতন নাটক

রমা।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার, এম্, এ,

প্রণীত।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান ও সাহিত্য সভার সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ধারী) বলিয়াছেন—

"Rama—is a good readable drama, based on Sheridan's Pizarro. Considerable ability and originality have been shown in the conception of the plot and in the delineation of character. Many of the sentiments put into the mouths of principal characters remind the reader of the inimitable lines of Shakespeare. The language is dignified and the versification smooth."

অর্থাৎ "রমা" একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, সেরিডানের "পিজারো" অবলম্বনে লিখিত। ইহার আখ্যান ভাল, কল্পনায় ও চরিত্রচিত্রনে বিশেষ ক্ষমতা ও মৌলিকতা দেখান হইয়াছে। নাটকের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখ দিয়া যে ভাব সমূহ ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই সেক্ষপীয়রের অননুকরনীয় কবিতাছত্র পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাষা সমুন্নত ও ছন্দ সুললিত।

সখের জলপান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রণীত।

ও সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত।

মোণ্ডা, মিঠাই, মেওয়া প্রভৃতি যাঁহারা অনেক খাইয়াছেন, মুখ বদ্লাইবার জন্য একবার তাঁহারা "সখের জলপান" আস্বাদ করিয়া দেখিবেন কি ?

ছাই ভস্ম।

শ্রীরসময় লাহা

বিরচিত ও সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানিও কবিতার চাট্নি। ইহাতে কেবল রহস্যপূর্ণ কবিতা সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা "প্রয়াস" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। মূল্য কাপড়ে হাফ্ বাঁধাই ।৷০ আট আনা মাত্র।

মধুর মিলন।

(যন্ত্রস্থ)

মিলনান্ত নাটক।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ,

ও

শ্রীরসময় লাহা

বিরচিত ও সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত।

অতি উৎকৃষ্ট বিলাতি Ivory finis কাগজে সুন্দর ছাপা

সুন্দর কাগজে বাঁধাই—৸৹ বার আনা মাত্র।
সুন্দর কাপড়ে হাফ্ বাঁধাই-৸৵৹ চৌদ্দ আনা মাত্র।

এই নাটকে মহাকবি সেক্ষপীরের "Twelfth Night" ও "Taming of the Shrew" এই দুই খানি পুস্তকের অল্প আভাষ দেখিতে পাইবেন, অথচ ইহা সম্পূর্ণ নূতন নাটক। আখ্যানভাগ অতিশয় কৌতুহল ও রহস্যপূর্ণ।

উপরোক্ত পুস্তকগুলি ৩২।৭ বিডনষ্ট্রীট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।